দশম অধ্যায়

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায় পূর্বাধ্যায়ে বর্ণিত মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশলীলার পরিশিষ্ট, মহাপ্রভু-কর্তৃক মুরারিকে সপরিকর রামরূপ প্রদর্শন ও বরদান, হরিদাসের মহিমা-কীর্তন, হরিদাসের গৌর-স্তুতি, অদ্বৈতের পূর্ববৃত্তান্ত-কথন, গীতার পাঠ-পরিবর্তন, ভক্তগণকে বিবিধ বরদান, মুকুন্দকে উপেক্ষা ও কৃপা, ভক্তির প্রভাব-বর্ণন, নারায়ণীর আখ্যান এবং নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীধরকে বর প্রদানের পর মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি নিজাভীষ্ট-সিদ্ধির কথা জানাইয়া প্রকাশ্যে কোন বর চাহিলেন না। মহাপ্রভুর মুরারিগুপ্তকে সপরিকর শ্রীরামরূপ প্রদর্শন এবং তদীয় স্বভাব জ্ঞাপন করিলে মুরারি নিজ হনূমৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মূর্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, পরে মহাপ্রভুর বাক্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রভু-আদেশে চৈতন্য ও তদীয় নিজ-জনগণের নিত্যদাস্য, চৈতন্যচরণস্মৃতি এবং গৌরগুণগানে সামর্থ্য-রূপ বর প্রার্থনা করিলেন। প্রভু মুরারিকে বর দিয়া বলিলেন যে, মুরারির নিন্দাকারী ব্যক্তির কোটিগঙ্গাস্নান এবং হরিনামেও নিস্তার নাই। অতঃপর তিনি 'মুরারিগুপ্ত' নামের অর্থ প্রকাশ করিলেন।

মহাপ্রভু হরিদাসকে নিজরূপ দর্শন করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন যে, হরিদাস মহাপ্রভুর নিজদেহ অপেক্ষা অধিক, হরিদাসের জাতিই মহাপ্রভুর জাতি। হরিদাসের দুঃখ-দর্শনে তিনি সুদর্শন-হস্তে বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিদাস উৎপীড়কগণেরও কল্যাণ কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই সঙ্কল্প-প্রভাবে সুদর্শনও নিরস্ত হইয়া গেল এবং হরিদাসের অঙ্গের সকল প্রহার মহাপ্রভু নিজ-অঙ্গে ধারণ করিলেন। সেই সকল প্রহার-চিহ্ন মহাপ্রভু নিজ অঙ্গে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, হরিদাসের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই তিনি শীঘ্র শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তাধীন কৃষ্ণ ভক্ত ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। তাদৃশ ভক্তবৎসল কৃষ্ণের নামে অপ্রীতি---দুর্দৈবের ফলমাত্র। প্রভুর অপার কৃপার কথা শ্রবণে হরিদাস মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর বাক্যে সংজ্ঞা লাভ করিলেও তিনি অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; প্রভুর রূপ দর্শন আর হইল না। হরিদাস অতি দৈন্যভরে মহাপ্রভুর স্তুতিমুখে বলিলেন যে, দয়াল গৌরসুন্দর নিজ-চরণ-স্মরণকারী কীটকেও কখনও ত্যাগ করেন না, পরন্তু তাহার অন্যথাকারী রাজচক্রবর্তীরও সর্বনাশ বিধান করেন। এতৎপ্রসঙ্গে দ্রৌপদী, প্রহ্লাদ, দুর্বাসাশাপ-ভীত যুধিষ্ঠির এবং অজামিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া হরিদাস গৌরসুন্দরের শরণাগত-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা খ্যাপন করিলেন। হরিদাস নিজের সর্বপ্রকার অযোগ্যতা প্রকাশ-পূর্বক, চৈতন্যদাসগণের উচ্ছিষ্টে তাঁহার রুচি হউক, তাহাই জন্মে জন্মে তাঁহার একমাত্র সাধনভজন হউক এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্ত-ঘরে কুক্কুর করিয়া রাখুন,---এই মাত্র বর প্রার্থনা করিলেন। হরিদাসের শরীরে মহাপ্রভুর নিরন্তর অবস্থান। হরিদাসের তিলার্ধের সঙ্গকারী এবং

হরিদাসে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির অবশ্যই চৈতন্যচরণপ্রাপ্তি সুলভ,---এই বলিয়া মহাপ্রভু হরিদাসকে বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধশূন্য শুদ্ধ-ভক্তি-বর প্রদান করিলেন। ভক্তমহিমা-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়----ইহা সর্বশাস্ত্রের উপদেশ। হরিদাস কাহারও মতে ব্রহ্মা, কাহারও মতে প্রহ্লাদের প্রকাশ। তাঁহার সঙ্গ---ব্রহ্মা-শিবাদিরও বাঞ্ছনীয়, তাঁহার স্পর্শ-গঙ্গারও কাম্য। অধিক কি, হরিদাস-দর্শনেই অনাদি কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। বৈষ্ণবের সর্বোত্তমতা স্থাপন করিবার জন্যই বৈষ্ণবগণ কখনও কখনও নীচকুলে জন্মগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে তাঁহার পূর্ব মনোভাব স্মরণ করাইয়া দিয়া অদ্বৈতের গীতা অধ্যাপনায় সর্বত্র ভক্তিব্যাখ্যা, কোন কোন শ্লোকের ভক্তিপর অর্থের অপ্রতীতিতে উপবাস, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন দান এবং পাঠ ও যথাযোগ্য অর্থ বর্ণন করিয়া উপবাসে নিষেধ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিলেন এবং 'সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ' শ্লোকের পাঠ সংশোধন করিয়া দিলেন। চৈতন্যের গুপ্তশিষ্য আচার্য বলিলেন, চৈতন্য যে তাঁহার প্রভু---ইহাই তাঁহার পরম মহত্ত্ব। চৈতন্যের মহামহেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতকে স্বতন্ত্র-জ্ঞানে সেবা করে, সে বস্তুতঃ অদ্বৈতচরণে অপরাধী; তাহার দশাননের ন্যায় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। যাঁহার অদ্বৈতে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য চৈতন্যদাস-বুদ্ধি, তিনিই প্রকৃত অদ্বৈতভক্ত বৈষ্ণব এবং কৃষ্ণচরণ লাভের অধিকারী ---ইহা অদ্বৈতের শ্রীমুখের কথা। মহাপ্রভু সমবেত ভক্তগণকে যথাপ্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। মুকুন্দ এতাবৎ কাল বাহিরেই অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীবাস মুকুন্দের জন্য কৃপা ভিক্ষা করিলে, মহাপ্রভু জানাইলেন যে, মুকুন্দ তাঁহার দর্শন লাভে অনধিকারী। কারণ, মুকুন্দ সকল সম্প্রদায়েই মিশিয়া তত্তৎ-সম্প্রদায়ের ভাব গ্রহণ করে। তাহার মতির স্থিরতা ও ভক্তিনিষ্ঠা নাই। সে 'খড়-জাঠিয়া'---কখনও দন্তে 'খড়' ধারণ করে, আবার কখনও 'জাঠি' মারে। ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করাই ভগবানের অঙ্গে 'জাঠি'-আঘাত। এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ সেই দিনই দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবাস-দ্বারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কখনও দর্শন পাইবেন কিনা। তদুত্তরে কোটিজন্ম পরে দর্শন মিলিবে জানিতে পারিয়া মুকুন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং নিজ পরাজয় স্বীকারপূর্বক বলিলেন,---'মুকুন্দের জিহ্বায় তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান।' ইহাতে মুকুন্দ ভক্তিশূন্যতার জন্য নিজকে ধিক্কার দিয়া ভক্তিযোগের প্রভাব ও ভক্তিহীনতার ভয়াবহ পরিণাম সদৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন। মুকুন্দের খেদ-দর্শনে লজ্জিত বিশ্বম্ভর নিজ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, বেদোক্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ সর্বকর্মবন্ধন-মোচনে নিজেরই একমাত্র প্রভুত্ব এবং মথুরাবাসী অভক্ত রজকের ভাগ্যহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া, তাঁহার সকল অবতারে মুকুন্দ তাঁহার গায়ন হইবেন বলিয়া মুকুন্দকে বর দিলেন। শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু এইরূপ দিন দিন বিবিধ লীলা প্রকাশ করিলেও ভক্তিহীন, ভাগ্যহীন কর্মি-জ্ঞানি-অন্যাভিলাষিগণের সেই সকল দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে নাই। একমাত্র চৈতন্যদাসগণেরই ভক্তিযোগপ্রভাবে এতদ্দর্শনে অধিকার। তাহার প্রমাণ---শ্রীবাসের দাসদাসীগণ। চৈতন্যের লীলা ---নিত্য চৈতন্যকৃপাপ্রাপ্তগণ এখনও অনুভব করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু আপনার মধ্যে ভক্তগণকে স্ব-স্ব ইষ্টরূপ প্রদর্শন করিয়া নিজ অবতারিত্ব জানাইয়া থাকেন।

মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিজ গলার মালা ও চর্বিত তাম্বূল-প্রসাদ বিতরণ করিলেন। তাঁহার ভোজনের অবশিষ্ট শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী পাইলেন। নারায়ণী মহাপ্রভুর 'অবশেষ পাত্রী' বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধা। তিনি বালিকা-বয়সেও প্রভুর আদেশে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

অতঃপর গ্রন্থকার শ্রীমন্নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন। (গৌঃ ভাঃ)

মোর বঁধুয়া। গৌরগুণনিধিয়া।।ধ্রু।।
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি-ঈশ্বর।।১।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে বর-প্রার্থনায় আদেশ ও আচার্যের উত্তর—

হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া।
'নাড়া নাড়া নাড়া' বলে মস্তক ঢুলাইয়া।।২।।
প্রভু বলে,—"আচার্য! মাগহ নিজ কার্য।"
"যে মাগিলুঁ, তা' পাইলুঁ" বলয়ে আচার্য।।৩।।
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।
হেন শক্তি নাহি কারো বলিতে বচন।।৪।।

প্রভুর মহাপ্রকাশে গদাধরাদির সময়োচিত বিবিধ সেবা—

মহাপরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বূল, প্রভু খায়।।৫।।
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত-আদি সব মহাপাত্র।।৬।।

মহাপ্রভুর মুরারিগুপ্তকে নিজ লীলাময় বৈচিত্র ও তদীয় অভীষ্ট-দেবতা সপরিকর শ্রীরামচন্দ্রের রূপ-প্রদর্শন; মুরারির মূর্ছা—

মুরারিরে আজ্ঞা হৈল,—"মোর রূপ দেখ।"
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক।।৭।।
দূর্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্ধর।।৮।।
জানকী-লক্ষ্মণ দেখে বামেতে, দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে।।৯।।
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৃৎ দেখিয়া মূর্ছা পাইল বৈদ্যবর।।১০।।
মূর্ছিত হইয়া ভূমে মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি রহিলা।।১১।।

মহাপ্রভু-কর্তৃক মুরারিকে প্রবোধনার্থ রামলীলায় তদীয় হনুমৎ-স্বভাবের বর্ণন এবং মুরারির চৈতন্যলাভ ও প্রেমক্রন্দন—

ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর,—'আরেরে বানরা।
পাসরিলি, তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা।।১২।।
তুই তার পুরী পুড়ি' কৈলি বংশ-ক্ষয়।
সেই প্রভু আমি, তোর দিল পরিচয়।।১৩।।
উঠ উঠ মুরারি, আমার তুমি প্রাণ।
আমি—সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি—হনুমান্।।১৪।।
সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন।
যা'রে জীয়াইলে আনি' সে গন্ধমাদন।।১৫।।
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যা'র দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার।।"১৬।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বঁধুয়া,—'বন্ধু'-শব্দের আদরসূচক লৌকিক ভাষা।

গুণনিধিয়া,—'গুণনিধি'-শব্দের লৌকিক আদরসম্ভাষণ। যেরূপ পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্টের অধিবাসিগণকে "সিলেটিয়া", কলিকাতার অধিবাসিগণকে 'কল্‌কাতিয়া" প্রভৃতি বলা হয়, সেই জাতীয় কবিত্বের ভাষা।ধ্রু।।

মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে নিজাভীষ্ট প্রার্থনা করিতে বলিলে অদ্বৈতপ্রভু তদুত্তরে মহাপ্রভুকে কহিলেন,—"আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি।।"৩।।

ধরণী-ধরেন্দ্র,—ভগবান্ 'শেষ'। তিনি নিত্যানন্দের অংশবিশেষ। "সেই বিষ্ণু 'শেষ'-রূপে ধরেন ধরণী। * * ছত্র পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন। এতমূর্তি-ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে।।" (চৈঃ চঃ আ ৫।১১৭, ১২৩-১২৪)। ভাঃ ৫।১৭।২১, ৫।২৫।২ এবং ১০।৩।৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।৬।।

মুরারি গুপ্ত রাম-লীলায় রামদাস হনুমান ছিলেন। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় মহাপ্রকাশ-লীলা-প্রকাশকালে মুরারির সেবনোচিতভাবে স্বীয় রামস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। মুরারিকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অভীষ্টদেবতা ও লীলাময়ের বিভিন্ন বিচিত্রতা দেখাইলেন। মুরারি আপনার স্বভাবকে হনূমৎ-স্বভাব জানিয়া তদ্ভাব-বিভাবিত হইয়া মূর্ছিত হইলেন।।১০-১১।।

চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকল প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।।১৭।।

গুপ্তের ক্রন্দনে ভক্তগণের চিত্তের আর্দ্রভাব—

শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি' গুপ্তের ক্রন্দন।
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ।।১৮।।

মুরারিকে বর-গ্রহণার্থ প্রভুর আদেশ ও মুরারির নিত্য ভগবদ্ভক্তসঙ্গ ও ভগবদ্দাস্য প্রার্থনা—

পুনরপি মুরারিরে বলে বিশ্বম্ভর।
"যে তোমার অভিমত, মাগি লহ বর।।"১৯।।
মুরারি বলয়ে–"প্রভু আর নাহি চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙ।।২০।।
যে-তে ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নাহি মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর।।২১।।
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু–দাস।
তা-সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস।।২২।।
তুমি প্রভু, মুঞি দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা।।২৩।।
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার।।"২৪।।

মুরারিকে প্রভুর বর দান এবং ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

প্রভু বলে,—"সত্য সত্য এই বর দিল।'
মহা-মহা-জয়ধ্বনি ততক্ষণে হইল।।২৫।।

মুরারির চরিত্র—

মুরারির প্রতি সব-বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্বভূতে কৃপালুতা—মুরারিচরিত।।২৬।।
যে-তে-স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময়।।২৭।।
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কা'র।
মুরারির বল্লভ—প্রভু সর্ব অবতার।।২৮।।

বৈষ্ণবনিন্দকের গঙ্গাস্নান ও হরিনামাশ্রয়েও দুর্গতি লাভ—

ঠাকুর চৈতন্য বলে,—"শুন সর্বজন।
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা করে যেইজন।।২৯।।
কোটি গঙ্গাস্নানে তা'র নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তারে করিব সংহার।।৩০।।

সীতা-চোরা রাবণ তোমার বদন দগ্ধ করিয়াছিলেন।।১২।।

তা'র পুরী—লঙ্কানগরী।।১৩।।

মহাপ্রভু মুরারিকে বর দিতে গেলে তিনি বলিলেন,—"জন্ম জন্ম তোমার সেবা-ব্যতীত আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। কোন জন্মেই যেন আমি তোমাকে ভুলিয়া অন্য কিছুতে প্রবেশ না করি। সকল জন্মেই যেন তোমার সেবা করিতে সমর্থ হই। আমার যেন সেবা ব্যতীত ইতর বুদ্ধি না হয়। "মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্। অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু ভগবৎপ্রসাদাৎ।। নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগ যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।। দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্। অবধীরিতসারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি।। মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাব্জে মা শ্রৌষং শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতমপাস্যান্যদাখ্যানজাতম্। মা স্প্রাক্ষং মাধব ত্বামপি ভুবনপতে চেতসাঽপহ্নুবানান্ মা ভুবং ত্বৎপর্যাপরিকর-রহিতো জন্মজন্মান্তরেঽপি।। মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব। ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।।" (মুকুন্দমালায়াং)। "অহং ত্বকামস্তদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ। নান্যথেহাবয়োরর্থোরাজসেবকয়োরিব।।" (—ভাঃ ৭।১০।৬)। "ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে।।" (—হনূমদ্বাক্যম্)। "ধর্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন। ত্বৎ পাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম।।"(—নাঃ পঃ রাঃ), "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।" (শিক্ষাষ্টকে), "নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।।" (—বিষ্ণুপুরাণ) ।।২৩-২৪।।

'মুরারিগুপ্ত' নামের যৌগিক তাৎপর্য—

'মুরারি' বৈসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে।
এতেকে 'মুরারিগুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে।।৩১।।

মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপাদর্শনে ভক্তগণের প্রেমক্রন্দন এবং তদাখ্যানের ফলশ্রুতি—

মুরারিরে কৃপা দেখি' ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে 'কৃষ্ণ' বলি করেন রোদন।।৩২।।
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য রায়।
ইহা যেই শুনে, সেই প্রেমভক্তি পায়।।৩৩।।

মুরারি ও শ্রীধরের প্রেম-ক্রন্দন—

মুরারি-শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বুল খায় গর্জিয়া গর্জিয়া।।৩৪।।

মহাপ্রভুর নিজমুখে হরিদাসের দেহের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব জ্ঞাপন—

হরিদাস-প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
'মোরে দেখ হরিদাস'—বলে ডাক দিয়া।।৩৫।।
"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দৃঢ়।।৩৬।।

যে-সকল দাম্ভিক ভক্তবিদ্বেষী আপনাকে 'গঙ্গা স্নানরত' এবং 'হরিনামপরায়ণ' মনে করিয়া ভক্ত-নিন্দা করেন, সেই-সকল ব্যক্তির কুবুদ্ধি অপসারিত করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন,----"যে ভক্তের সর্বক্ষণ ভগবৎ-সেবা প্রয়াস, তাদৃশ মুরারির ন্যায় ভক্তের যদি কোন ব্যক্তি একবারও মুখ্য বা গৌণভাবে নিন্দা করিয়া বসে এবং গঙ্গোদক ও হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ভক্ত-বিদ্বেষ করে, তাহা হইলে গঙ্গোদক ও হরিনাম তাহার কোন প্রকার কল্যাণ-বিধান করার পরিবর্তে সেই পাপিষ্ঠকে সংহার করেন।" অধুনাতন শ্রীধাম মায়াপুরে মুসলমান-নিবাস ও হিন্দুনিবাসের মধ্যবর্তী স্থানে মুরারি গুপ্তের স্থান বর্তমান আছে। যে-সকল দাম্ভিক শ্রীধামের বিদ্বেষ করিতে গিয়া আপাতপ্রতীতিতে মুরারি গুপ্তের নিন্দাবাদ করেন ও তাঁহার স্থানের বর্তমান পরিণতির প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেন, তাঁহারা বিষ্ণু-চরণোদকের নিকট হইতে কোন কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের অসদ্গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হরিনামাক্ষর (নামাপরাধ) তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া জন্ম জন্ম বিষয়ের ভোগী করিয়া তুলেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ এতাদৃশ ভীষণ বিষময় ফল উৎপাদন করে। উহারা নাম-বলে পাপাচরণ করিতে করিতে নামাপরাধী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোটীবার গঙ্গোদকে অবগাহন করিয়াও তাহারা নিষ্কৃতিলাভ করে না। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের বিমুখ জীবগণের প্রতি উপদেশ ও শাসন বাক্য। "পূজিতোভগবান্ বিষ্ণু জন্মান্তরশতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে।। (----দ্বারকামাহাত্ম্যে)। আদি ১৬।১৬৯ গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।২৯-৩০।।

মুরারিগুপ্তের হৃদয়ে ভগবান্ 'মুরারি' (শ্রীচৈতন্যদেব) গুপ্তভাবে সর্বদা বাস করেন, এজন্য ভক্ত মুরারি 'মুরারিগুপ্ত' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যে-সকল 'মুরারি'-নামধারী ভক্তি বিদ্বেষি-জন আপনাদিগকে 'মুরারিগুপ্ত' মনে করিয়া নরকের পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের শরীরে কখনই গুপ্তভাবে মুরারি অবস্থান করেন না; তাঁহারা কেবল লোক দেখাইয়া মুরারির অবস্থান জানান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মুরারি তাঁহাদের হৃদয় হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ করান। এতাদৃশ জনগণের গর্হণই শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত। মুরারি-দাস্য বঞ্চিত হইলে মুরারি বিমুখ-জনগণ প্রভুকে তাম্বূল খাওয়াইবার পরিবর্তে স্বয়ং তাম্বূল চর্বণ করিয়া বসেন। তাঁহারা মাদক-দ্রব্যের বশবর্তী হইয়া কোন দিনই মুরারিগুপ্তের দাস হইতে পারেন না। আধুনিক যুগে 'শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার' বলিয়া প্রচারিত হইবার দুর্বাসনায় "অমিয়-নিমাই-চরিত" লেখককে 'মুরারিগুপ্তের অবতার' বলিয়া যাঁহারা বিড়ম্বনা করেন, তাঁহাদের অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই হয় না।।৩১।।

মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,----"তোমার ব্রাহ্মণেতর অহিন্দু-শরীর আমার ব্রাহ্মণ-শরীর হইতে অবর বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি ভ্রান্তিময়ী। আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, তোমার জাতি এবং আমার জাতিতে ভেদ নাই। আমার দেহ হইতে তোমার দেহ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। আধুনিক হিন্দুগণ নিজ নিজ দেহকে যবনদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন বলিয়া পাষণ্ডী হিন্দুগণ নিজ নিজ জাতি-মদে মত্ত হইয়া যে কোন কুলে অবতীর্ণ ভগবদ্ভক্তকে 'অবর' জ্ঞান করে। তাহাদের যুক্তিপ্রণালী বিশেষ দোষ-যুক্ত। যে শরীরধারী ব্যক্তি অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবারত, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শরীরাদি আপাত আধ্যক্ষিক-দর্শনে ইতর জাতির সহিত তুল্য বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু উহা অপরাধজনক। শুক্র-শোণিত-

পাপিষ্ঠ যবনে তোমা যত দিল দুঃখ।
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক।।৩৭।।

প্রভুর হরিদাস-প্রীতি-জ্ঞাপন-কল্পে যবন-কর্তৃক হরিদাসের অত্যাচার, তদ্রক্ষণার্থ মহাপ্রভুর চক্রহস্তে বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন, ভক্তের শুভকামনায় ভক্ত-হিংসাকারীর ত্রাণ এবং প্রভুর নিজাঙ্গে ভক্তের আঘাত গ্রহণ প্রভৃতি স্বমুখে বর্ণন—

শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি' বেড়ায় যবনে।।৩৮।।
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি' করে।
নামিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে।।৩৯।।
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে যে-সকল।
তুমি মনে চিন্ত' তাহা সবার কুশল।।৪০।।
আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি দেখ।
তখনও তা' সবারে ভাল মনে দেখ।।৪১।।
তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা' লাগি' হইল বিফল।।৪২।।
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া।।৪৩।।

প্রভুর ভক্ত-প্রহার নিজ অঙ্গে গ্রহণের চিহ্ন-প্রদর্শন—

তোহার মারণ নিজ-অঙ্গে করি লও।
এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কও।।৪৪।।

জাত দেহধারী জনগণ নিজ নিজ হিন্দু বা অহিন্দু-বিচারে আপন আপন শ্রেষ্ঠতা স্থাপনে ব্যস্ত হয়। হরিভজনের দৃঢ়তা ও গাঢ়তা-বিষয়ে উদাসীন থাকিলে তাহাদের ঐ প্রকার বিচারই প্রবল হয়। পাপিষ্ঠ যবন বা তথাকথিত পুণ্যবান্ হিন্দু-শরীর লৌকিক-বিচারে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে। তাদৃশ বিচার-বশে বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া নরকের পথে চলিলে তাহাদের মঙ্গল হয় না।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।। সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।"(—চৈঃ চঃ অ ৪।১৯২-১৯৩)। "প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু বুধ্যামহে। * * অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তস্য গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি ময়া ভক্তিমাহাত্ম্যদর্শনার্থমলক্ষিতমেব সৃজান্তে, মিথ্যাভূতানি তান্যত্যলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি।" (—ভাঃ ৫।১২।১১ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা), অর্থাৎ স্পর্শমণিদ্বারা লৌহ যেমন স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তি-সংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি উপদেশকাল হইতেই ভগবান্ ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের ত্রিগুণাতীত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন অন্যের অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি অন্যের অলক্ষিতভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 'অন্যের অলক্ষিত' বলিবার তাৎপর্য এই যে, তত্ত্বান্ধব্যক্তিগণ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পূর্ব-পরিচয়ে পরিচিত করেন এবং তাঁহার দেহকেও জন্মমরণশীল, হাড়মাংসের থলি জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণব চরণে অপরাধী হন। "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেন-পঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ।।" (—উপদেশামৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক), "ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ।।" (—বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৩৯ শ্লোক), অর্থাৎ ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন কিম্বা যে কোন স্থানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্ম-মৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহের আবির্ভাবতিরোভাবের ন্যায়। যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাবতিরোভাবকে কর্মফলবাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভের পরিবর্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চক্লেশ লাভ করিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পারেন না।।৩৬।।

লোভের বশবর্তী হইয়া মানব যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে অনেক সময় পাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। যেকালে নিরপেক্ষতা ও ভজনীয় বস্তুর প্রতি সেবা-প্রবৃত্তি না থাকে, তৎকালেই জীব ভোগরাজ্যে নানাপ্রকার পাপ-পুণ্যের আবাহন করে। মুক্তপুরুষগণের সহিত বিরোধ করা পাপীর ধর্ম। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ মুক্ত-বিচারকে আক্রমণ করেন না, মুক্ত-বিচার গ্রহণও করেন না। এজন্য বদ্ধজীবের প্রতি শ্রেয়ঃপন্থীর সর্বদাই করুণা বর্তমান। কিন্তু পাপ-পুণ্যপ্রয়াসী ভোগী ব্যক্তি যখন ভগবদ্ভক্তগণকে

ভক্তরক্ষাই সত্বর গৌরাবতারের হেতু—

যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে।।৪৫।।

অদ্বৈতাচার্য হরিদাসের সবিশেষ জ্ঞাতা এবং মহাপ্রভু অদ্বৈতের প্রেমবাধ্য—

তোমারে চিনিল মোর 'নাড়া' ভাল মতে।
সর্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে।।"৪৬।।

প্রভুর ভক্ত-মহিমা-বর্ধনার্থ অকার্য-করণ ও অভাষ্য-কথন—

ভক্ত বাড়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে।
কি না বলে, কি না করে ভক্তের কারণে।।৪৭।।

প্রভুর ভক্তপ্রীতির নিদর্শন—

জ্বলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি' খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়।।৪৮।।

ভগবানের ভক্তবশ্যতা ও ভক্তের অসমোর্ধ্বত্ব—

ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে।।৪৯।।

ভগবদ্ভক্তে অপ্রীত—দুর্দৈব-কারণ—

হেন কৃষ্ণভক্তনামে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈবদোষ।।৫০।।
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি'।
কি বলিলা হরিদাস-প্রতি গৌরহরি।।৫১।।

প্রভু-কৃপা-শ্রবণে হরিদাসের মূর্ছা, প্রভু তৎচৈতন্য-সম্পাদন এবং হরিদাসের গৌরস্তবমুখে সদৃষ্টান্ত কৃষ্ণস্মরণের ফল-কীর্তন—

প্রভুমুখে শুনি' মহাকারুণ্য-বচন।
মূর্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ।।৫২।।

দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত হয়, সেকালে ভক্তগণ সাধারণ কর্মীর ন্যায় প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাহা না করায় তাদৃশ অনুষ্ঠান পাপীকে উত্তরোত্তর ক্লেশে আবদ্ধ করে। তাহাতে ভক্তের পাপকারীর জন্য দুঃখ উপস্থিত হয় এবং ভক্তের ভজনের ব্যাঘাত করায় ভগবানেরও ভক্তগণের জন্য দুঃখ উপস্থিত হয়।।৩৭।।

ভগবানের ইচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে নানাপ্রকার বিধান প্রবর্তিত আছে। কর্মফলবাদী সেই ভগবদ্‌বিধানগুলি আলোচনা করিয়া থাকে। কর্মফলবাধ্য-জনগণের ঔপাধিক সুখ দুঃখ বা তিরস্কার-পুরস্কার সাধারণ বিধির দ্বারাই চালিত হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষী জনগণের অপরাধের পরিমাণ এত অধিক যে, তাহা বিধি-বিধানের অতীত বলিয়া ভগবান্ স্বয়ং তাহার বিচার করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধোক্ত মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যান আলোচ্য।।৩৯।।

ইহ জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ-প্রভাবে মানবের মৃত্যু হয়। ঘাতক-সম্প্রদায় পাপ-প্রবৃত্তির চরম সীমায় ভগবদ্ভক্তকে ক্লেশ প্রদান করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করে। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস সেরূপ ইন্দ্রিয়সুখতৎপর না হওয়ায় এবং সর্বদা ভগবানের সুখবিধানে যত্ন করায় নিজ দুঃখ গণনা করেন নাই। অধিকন্তু যাহারা তাঁহাকে কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি-দূরীকরণমানসে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তের সহনশীলতা এত অধিক যে, কেহ তাঁহার অমঙ্গল কামনা করিলেও, তিনি তাহার প্রতিশোধ লওয়া দূরে থাকুক, পাপীর যাহাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অত্যন্ত প্রিয়কার্যকারী জনগণ মানবের নিকট যেরূপ কৃপা ও সাহায্য পাইয়া থাকে, বিদ্রোহিগণের প্রতি ঠাকুর হরিদাসের তাদৃশ করুণা ছিল।।৪০।।

যেহেতু ঠাকুর হরিদাস হিংসাকারী ঘাতকগণের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ভগবান্ অপকার্যকারিগণের প্রতি রুষ্ট হইলেও ঠাকুরের অনুরোধে তাহাদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে পারেন নাই। সুতরাং ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং নিজাঙ্গ-দ্বারা বিদ্বেষীর অস্ত্রসমূহের আঘাত গ্রহণ করিয়াছিলেন।।৪২-৪৪।।

ভগবান্ মুখ্যভাবে হরিদাস ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষিগণের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন, গৌণভাবে তাঁহার ভক্তবৎসলতা জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর লীলা প্রকট করিয়া ভক্ত দুঃখ সহ্য করিবার অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।।৪৫।।

অদ্বৈতপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই অদ্বৈত-প্রভু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পত্তি-বিশেষ। অদ্বৈত-প্রভুর সেবায় ভগবান্ বাধ্য হইয়া তাঁহার নিকট সকল প্রকারে আবদ্ধ আছেন।।৪৬।।

বাহ্য দূরে গেল ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিলা, তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস।।৫৩।।
প্রভু বলে,—'' উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি' দেখ আমার প্রকাশ।।''৫৪।।
বাহ্য পাই' হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ-দরশন—করয়ে ক্রন্দনে।।৫৫।।
সকল অঙ্গনে পড়ি' গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।।৫৬।।
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করায়ে স্থির—তবু নহে স্থিরে।।৫৭।।
'' বাপ বিশ্বম্ভর, প্রভু, জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা, পড়িল তোমাত।।৫৮।।
নির্গুণ অধম সর্বজাতিবহিস্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত? ৫৯।।
দেখিলে পাতক, মোরে পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান? ৬০।।
এক সত্য করিয়াছ আপন-বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে।।৬১।।
কীটতুল্য হয় যদি—তা'রে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড়।।৬২।।
এই বল নাহি মোর—স্মরণবিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন।।৬৩।।
সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দূর্যোধন-দুঃশাসন।।৬৪।।

ভগবান্ ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করিবার জন্য এমন কোন কার্য নাই, যাহা করেন না----এমন কোন ভাষা নাই, যাহা বলেন না। ভগবান্ অভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার দ্বারাই লোকাতীত কার্যের সম্ভাবনা হয়।।৪৭।।

শ্রীকৃষ্ণের অনল ভক্ষণ----একদা মুঞ্জারণ্যে প্রবিষ্ট গোপবালকগণ গোধন-সমূহকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া ক্রীড়াসক্ত হইলে চতুর্দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হয়। তখন গোপ-বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ মূহূর্ত-মধ্যে সমস্ত দাবানল পান করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।১৯ অঃ দ্রষ্টব্য)।

ভক্তের কৈঙ্কর্য বিষয়ে পাণ্ডবগণের দৌত্য, সারথ্য প্রভৃতি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।।৪৮।।

গীঃ ৯।২৯, ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৬, ৬৮ এবং ভাঃ ১০।৮৬।৫৯ শ্লোক আলোচ্য।।৪৯।।

মহাপ্রভুর মুখে ভক্তের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া হরিদাস আনন্দ-বিহ্বলতাক্রমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায় মহাপ্রভু তাঁহাকে চৈতন্য-লাভ করাইয়া নিজ প্রকাশ-লীলা দর্শন করিতে বলিলেন। প্রভুর কথায় হরিদাস অন্তর্দশা সঙ্গোপন-পূর্বক বাহ্য-দশায় উপনীত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কোন্ স্থানে রূপ দর্শন করিতে হইবে, বিচার করিতে লাগিলেন। অপ্রাকৃত অনুভূতিতে যে প্রতীতি, তাহা বহিঃপ্রজ্ঞায় নিরস্ত হয়। বহির্জগতে ভোক্তৃ ভোগ্য-ভাবে দর্শন, অন্তর্জগতে সেবকের সেব্য-দর্শন। লব্ধস্বরূপ মুক্তজীব ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হন এবং ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয় সেব্যরূপ প্রদর্শন করেন।।৫২-৫৫।।

হরিদাসের বাহ্য-সংজ্ঞা রহিত হওয়ায় অন্তঃস্বরূপে চেষ্টাসমূহের উদয় হইল, ইহাই 'মহাবেশ' শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। জাগতিক ভাষায় 'আবেশ' শব্দ ঐহিক অনুভূতির আপেক্ষিক বিচারে নবাবির্ভূত, কিন্তু অপ্রাকৃত-দর্শনে উহাই নিত্য স্বভাব।।৫৭।।

ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর স্তব করিয়া বলিলেন,----''হে জগন্নাথ, বিশ্বপালক, হে জগৎপিতঃ, মাদৃশ পাপচিত্ত জনের প্রতি কৃপা করিবার ভার তোমাতেই ন্যস্ত আছে।।''৫৮।।

''হে প্রভো, তোমার লীলা আমি কি প্রকারে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? আমি সমাজে উত্তম বা মধ্যম নহি, 'অধম' বলিয়া পরিচিত। আমি জাগতিক কোন গুণে গুণী নহি। সকল গুণেই আমার দরিদ্রতা। আর্যজাতিগণের বর্ণ-গণনার অন্তর্গত পর্যন্ত নহি; সুতরাং তোমার গুণ-বর্ণনে কোন যোগ্যতা আমার নাই।।''৫৯।।

''পাপকর্মা আমি, কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তির আমাকে দর্শন করা উচিত নহে, তাহা হইলে দর্শনকারীকে ন্যূনাধিক পাপ স্পর্শ করিবে। আমি অস্পৃশ্য, আমাকে কোন ব্যক্তি স্পর্শ করিলে তাহার স্নান করা কর্তব্য। এহেন অযোগ্য আমি তোমার যোগ্য স্তুতি করিতে অসমর্থ।।''৬০।।

সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা।
স্মরণপ্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা।।৬৫।।
স্মরণপ্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত।।৬৬।।
কোনকালে পার্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে।।৬৭।।
স্মরণপ্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞা।
করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া।।৬৮।।
হেন তোমা'-স্মরণবিহীন-মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ দেহ' বাপ।।৬৯।।
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া।।৭০।।
প্রহ্লাদ করিল তোর চরণ-স্মরণ।
স্মরণপ্রভাবে সর্ব দুঃখবিমোচন।।৭১।।
কা'রো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কা'রো তেজোনাশ।
স্মরণপ্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ।।৭২।।
পাণ্ডুপুত্র সঙরিল দুর্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে।।৭৩।।
'চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির, হের দেখ আমি।
আমি দিব মুনিভিক্ষা, বসি' থাক তুমি।।'৭৪।।
অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে।
সন্তোষে খাইলা নিজ সেবক রাখিতে।।৭৫।।
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে।
সেই মত সব ঋষি পলাইলা ডরে।।৭৬।।
স্মরণপ্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক তোর স্মরণ কারণ।।৭৭।।
অখণ্ড স্মরণ–ধর্ম, ইঁহা'-সবাকার।
তেঞি চিত্র নহে, ইহা' সবার উদ্ধার।।৭৮।।
অজামিল-স্মরণের মহিমা অপার।
সর্বধর্মহীন তাহা বই নাহি আর।।৭৯।।
দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি' পুত্রমুখ।
সঙরিল পুত্রনামে নারায়ণরূপ।।৮০।।
সেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ্।
তেঞি চিত্র নহে ভক্তস্মরণ-সম্পদ্।।৮১।।

হরিদাসের দৈন্যমুখে নিজ গৌরভক্তির
অযোগ্যতা-জ্ঞাপন—

হেন তোর চরণস্মরণহীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িবি তুঞি।।৮২।।
তোমা দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার?
এক বই প্রভু কিছু না চাহিব আর।।"৮৩।।

"সর্বাপেক্ষা অবর প্রাণিসদৃশ হইলেও তাহাকে তুমি পরিত্যাগ কর না, আর নরেন্দ্রসমূহ পরমোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত হইলেও তাহার বিক্রম খর্ব কর।।"৬২।।

দীনব্যক্তি তোমার স্মরণ করিলে তাহাকে তুমি আশ্রয় প্রদান কর, কিন্তু আমি তোমার স্মরণ করিতেও অসমর্থ।।৬৩।।

মহাভারত সভাপর্ব ৬৮।৪১-৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৬৪-৬৫।।

"দিগ্‌গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ। মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ। হিমবায়ুগ্নিসলিলৈঃ পর্বতাক্রমণৈরপি। ন শশাক যদা হন্তু মপাপমসুরঃ সুতম্।।"(----ভাঃ ৭।৫।৪৩-৪৪) অর্থাৎ দিগ্‌হস্তি, মহাসর্প, অভিচার, পর্বত হইতে পাতন, মায়া-গর্তে নিরোধ, বিষ-প্রয়োগ, উপবাস, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও প্রস্তরাদি-প্রক্ষেপের দ্বারাও হিরণ্যকশিপু নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণ নাশ করিতে সমর্থ হইল না। এতৎপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ ১।১৮-২০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।৭০-৭২।।

মহাভারত বনপর্ব ২৬২ অঃ দ্রষ্টব্য।।৭৩-৭৭।।

ভক্তিই অখণ্ড পরমধর্ম, ইহা সকলের পক্ষেই উপযোগী। অভক্তি----কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, ব্রত প্রভৃতি খণ্ড ধর্ম বলিয়া 'ইতরধর্ম' নামে আখ্যাত; তদাশ্রয়ে কুসাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা অবস্থিত। ভগবান্‌ই ভজনীয় বস্তু, সেইজন্য তিনি বিভিন্ন লীলা প্রদর্শন করিয়া সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন----ইহা তাঁহার আশ্চর্য ভঙ্গী।।৭৮।।

হরিদাসকে বর গ্রহণ করিতে প্রভুর আদেশ—

প্রভু বলে,—''বল বল—সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার।।''৮৪।।

হরিদাসের ব্রহ্মাদি-আরাধ্য বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট প্রার্থনা এবং নিজকে তাদৃশ দুর্লভ বস্তুপ্রাপ্তির 'অযোগ্য' বিচারে অপরাধী-জ্ঞান—

করযোড় করি' বলে প্রভু হরিদাস।
''মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ।।৮৫।।
তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস।
তা'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস।।৮৬।।
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর—ক্রিয়া-কুলধর্ম।।৮৭।।
তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর।।৮৮।।
এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহাপদ চাহোঁ, যে মোহার যোগ্য নয়।।৮৯।।
প্রভুরে, নাথরে, মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি, মোর অপরাধ ক্ষমা কর।।৯০।।

বৈষ্ণবের গৃহে কুকুর-রূপে অবস্থানে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-প্রাপ্তির সুলভতা-হেতু হরিদাসের তাদৃশ প্রার্থনা—

শচীর নন্দন, বাপ, কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে।।''৯১।।
প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃ পুনঃ করে কাকু,—না পূরয়ে আশ।।৯২।।

প্রভুর হরিদাস-প্রীতি-জ্ঞাপন ও অপরাধশূন্য ভক্তি-বর দান—

প্রভু বলে,—''শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেকো যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস।।৯৩।।

যেহেতু অজামিল তোমার মায়িক জগতের বিচার পরিত্যাগ করিয়া তোমার বাস্তব-রূপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় করাইয়া শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি নিরাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। অজামিল এরূপ সকলধর্ম-রহিত ছিলেন যে, তাঁহার তুলনা হয় না। যমদূত কর্তৃক ধৃত হইবার আশঙ্কায় পুত্র দর্শনে যখন তিনি 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইকালে পুত্রের অসামর্থ্য ও দূতগণের বলবত্তা দেখিয়া ভগবানের কথা ও তাঁহার বিক্রমসমূহ অজামিলের স্মরণ-পথে উদিত হইয়াছিল। যদিও পুত্রনাম-উচ্চারণ উদ্দেশ্যে মুখে তিনি 'নারায়ণ' শব্দের উক্তি করিয়াছিলেন, তথাপি 'নারায়ণ' শব্দে ভগবানের উদ্দেশ হওয়ায় ভগবৎস্মৃতিক্রমে তিনি যমদূতগণের আক্রমণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। ভজন বৃত্তিসম্পন্ন ভক্ত ভগবৎস্মরণের সম্পত্তিতে অধিকারী। সুতরাং ইহাতে কোন বিস্ময়ের কারণ নাই।।৭৯-৮১।।

''অজামিল তোমাকে না পাইয়া দূর হইতে স্মরণ করিয়াছিলেন, আমার সেই স্মরণ-যোগ্যতাও নাই; কিন্তু আমি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তোমার স্মৃতিরহিত হইলেও তুমি আমাকে কৃপা করিয়া পরিত্যাগ কর নাই,----ইহাই তোমার অহৈতুকী দয়ার পরিচয়।।''৮২।।

হরিদাস নানাপ্রকার দৈন্যমুখে স্বীয় অনধিকার জ্ঞাপন করিলে এবং প্রভু তাঁহাকে বর দিবার অভিপ্রায় করিলে তিনি একটিমাত্র বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে প্রভু তাঁহাকে প্রার্থনার বিবরণ বলিতে আজ্ঞা করিলেন। আরও বলিলেন,----এমন কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়া নিজে সংরক্ষণ করিব। আমার যাহা কিছু আছে, সে সকলই তোমার।।৮৪।।

হরিদাস কহিলেন,----''আমার একমাত্র প্রার্থনা,----যেন শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের উচ্ছিষ্টভোজী হইতে পারি। ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল। ভক্তভুক্তশেষ----তিন সাধনের বল।।'' (----চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬০)।।৮৬।।

''আমি মুক্তি চাহি না, জন্মে জন্মে আমি যেন বৈষ্ণবের সেবক হইতে পারি, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন যেন আমার যাবতীয় করণীয় বিষয়ের মধ্যে মুখ্যতা লাভ করে। বৈষ্ণবকুলে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণবোচিত-ধর্ম, বৈষ্ণবের অবশেষ গ্রহণ যেন আমার জন্মে জন্মে কৃত্য হয়। বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ যাঁহাদের কুলধর্ম বলিয়া বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক বৈদিক ক্রিয়াকে যাঁহারা বহুমানন করেন, তাঁহাদের তাদৃশী আশা যেন আমাকে কোন দিন বিচলিত না করে। উহা জাগতিক অলঙ্কারে অবস্থিত এবং গৌণী ক্রিয়া। মুখ্যানুষ্ঠান----বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন।'' অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব যেরূপ দুরাশায় হৃতজ্ঞান হইয়া জড়জগতে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হন, ঠাকুর হরিদাসের চৈতন্য-কৃপাক্রমে তাদৃশ কোন ঔপাধিক যাচ্ঞার উদয় হয় নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার

তিলার্দ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাবে, নাহিক অন্যথা।।৯৪।।
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর থাকি আমি তোমার শরীরে।।৯৫।।

তুমি-হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিলা সর্বকাল।।৯৬।।
মোর স্থানে, মোর সর্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে।।"৯৭।।

অনুমোদিত প্রচুর দৈন্যে বিভূষিত ছিলেন এবং মঙ্গলের আকর তৃণাদপি হইয়া উদ্দামবৃত্তি পরিহার-পূর্বক তরুসদৃশ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সকলকে মান দিয়া স্বয়ং অমানী হইয়া বৈষ্ণবের অনুসরণে তিনি সর্বদা কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেন।।৮৭।।

"ভগবৎস্মৃতিবর্জিত আমার এই পাপজন্ম বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টের দ্বারা সাফল্য-মণ্ডিত কর।" ভগবদ্দাস-গণে যাঁহার অধিকার, তিনি যাবতীয় জনের প্রভু-অভিমানী ব্রাহ্মণগণের শিরোমণি ও সর্বশ্রেষ্ঠ।।৮৮।।

"আমি মহা দাম্ভিক, সুতরাং আপনার নিকট হইতে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন ও অমানী-মানদ হইবার অতুল সম্পদ্ লাভ করিবার প্রার্থনা করিতেছি। তাহা লাভ করিবার যোগ্য আমি নহি। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী-পদবী ব্রহ্মাদির পরমারাধ্য ব্যাপার; আমি সেই পদ আকাঙ্ক্ষা করায় বোধ করি আমার অপরাধ হইল।।"৮৯।।

"হে পিতঃ, হে প্রভো, হে স্বামিন্, হে বিশ্বকর্তা, আমি জীবদ্দশায় মৃত অর্থাৎ বুদ্ধিহীন, আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।।"৯০।।

"যেরূপ গৃহস্বামী গৃহ-সেবার অঙ্গজ্ঞানে পশুজাতীয় কুক্কুরকে উচ্ছিষ্টরূপ বেতন দিয়া গৃহরক্ষা-কার্যে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ-সংসারে বৈষ্ণবের গৃহে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করুন।।"৯১।।

হরিদাসের দৈন্যোক্তিপূর্ণ প্রার্থনা-শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,----"তুমি জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষ। তোমার সঙ্গে তোমার ভৃত্যরূপে যদি কোন ভক্ত একদিনও বাস করে, অথবা তুমি কৃপা করিয়া অতি অল্প সময়ের জন্য কাহারও সহিত বাক্যালাপ কর, তাহা হইলে তাহারও ভগবচ্চরণপ্রাপ্তি অনিবার্য।" শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপাভাজন জনগণই শ্রীচৈতন্য-সেবা লাভ করেন; অন্যের চৈতন্য-কৃপার উন্মেষণাভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইবার অধিকার নাই।।৯৩।।

কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি ভক্ত ও অভক্ত চিনিবার শক্তি লাভ না করায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ উপচারে ভগবদ্বিগ্রহের অর্চন করিয়া থাকেন। অধিকার উন্নত হইলে ভগবান্, ভক্ত, বালিশ এবং বিদ্বেষী----এই চতুর্বিধ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে প্রেম, মিত্রতা, কৃপা ও উপেক্ষার অনুশীলন-দ্বারা ভগবানের পূজা বিধান করিয়া থাকেন। সেইকালে তিনি ভগবদ্ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে ভগবদধিষ্ঠানের প্রকাশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। তাঁহার প্রণামের দ্বারাই ভক্তের সেব্যপ্রভুর সুষ্ঠু প্রণতি বিহিত হয়; কিরূপভাবে ভগবৎসেবা করিতে হইবে, সেই সকল বিষয়ে ভগবদ্ভক্তের নিকট উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ পান। তাহার কনিষ্ঠাধিকারে একদেশ-দৃষ্টিক্রমে প্রকৃত সৌভাগ্যের উদয় হয় না। বৈষ্ণব-সঙ্গ-প্রভাবে জীবের যাবতীয় ভগবদ্বিমুখতা ও ভক্ত-বিমুখতা ক্ষীণতা লাভ করে। উত্তমাধিকারীর সেবাবিধানক্রমে তাঁহাতে ভগবদধিষ্ঠান দর্শন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। ঠাকুর হরিদাস মহাভাগবতের আদর্শস্থানীয় হওয়ায় তাঁহার প্রতি সুদৃঢ়বিশ্বাস-সম্পন্নজনগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট,----ইহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু বলিলেন,----"ঠাকুর হরিদাসে শ্রদ্ধাবান্ জনগণ আমাতেই শ্রদ্ধান্বিত। ভগবান্ হরিদাসের চিন্ময় কলেবরে সর্বদা সেবিত। ভক্তের শরীর চিন্ময়। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, অহঙ্কার-নিরত অপরাধী জনগণ ভগবদ্দেহ ও ভক্তদেহকে অচিৎ-পরমাণু-গঠিত মনে করিয়া নিরয়যন্ত্রণা লাভ করিবার আরাধনা করেন।।"৯৫।।

মহাপ্রভু বলিলেন,----হরিদাসের ন্যায় ভগবদ্ভক্তের দ্বারাই আমার অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠানুভূতি। অনভিজ্ঞ জনগণ হরিদাসের কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়া জানিতে পারেন। ঠাকুর হরিদাস সর্বদা চিন্ময়-রস-ভাবিত হইয়া চৈতন্যদেবকে হৃদয়ে পূজা করিবার জন্য আবদ্ধ করিয়াছেন।।৯৬।।

হরিদাস, তোমাকে আমি ভজন করিবার অধিকার দিতেছি। তোমার কোন দিন আমার নিকট বা কোন বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইবে না। তুমি সর্বদা অপরাধ নির্মুক্ত হইয়া কেবলা ভক্তিতে অবস্থান-পূর্বক কৃষ্ণানুশীলন করিতে থাক---কৃষ্ণভক্তগণের

হরিদাসের বরপ্রাপ্তিতে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

হরিদাস-প্রতি বর দিলেন যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখন।।৯৮।।

আভিজাত্য সৎক্রিয়াদি-দ্বারা কৃষ্ণসেবা দুর্লভ;
তাহা কেবল উৎকট প্রীতিলভ্য—

জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন, আর্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে।।৯৯।।

বৈষ্ণব যে-কোন কুলোদ্ভূত হইলেও সর্বশ্রেষ্ঠ, তৎপ্রমাণ—
অবরকুলোদ্ভূত হরিদাসের ব্রহ্মাদির দুষ্প্রাপ্যবস্তু লাভ—

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্বোত্তম সর্বশাস্ত্রে কহে।।১০০।।
এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিল পরকাশ।।১০১।।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিতে অধোগতি-লাভ—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে।।১০২।।

হরিদাসের স্তুতি ও বরপ্রাপ্তি-আখ্যানের ফলশ্রুতি—

হরিদাসস্তুতি-বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিবে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন।।১০৩।।
এ বচন মোর নহে, সর্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্ত্যাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।।১০৪।।

হরিদাস-স্মরণের ফল—

মহাভক্ত হরিদাস ঠাকুর জয় জয়।
হরিদাস সঙরণে সর্ব-পাপক্ষয়।।১০৫।।

হরিদাসের স্বরূপ—

কেহ বলে,—'চতুর্মুখ যেন হরিদাস।'
কেহ বলে,—'প্রহ্লাদের যেন পরকাশ।।''১০৬।।
সর্বমতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস।।১০৭।।

অজ-ভবেরও হরিদাস-সঙ্গ বাঞ্ছনীয়—

ব্রহ্মা, শিব, হরিদাস হেন ভক্তসঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ।।১০৮।।

অনুসরণ করিতে থাক। যেহেতু তুমি আমার নিকট অথবা কোন বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ কর নাই, তজ্জন্য আমি তোমাকে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি দিয়াছি।।৯৭।।

অধিক বংশ-মর্যাদা হইলে কৃষ্ণভক্তি হয় না। আভিজাত্য, সৎক্রিয়া, প্রচুর অর্থাদি-দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা লাভ করা যায় না। একমাত্র কৃষ্ণে উৎকট প্রীতি দ্বারাই কৃষ্ণ লভ্য হন। কৃষ্ণে প্রীতি না থাকিলে ধনী আভিজাত্যসম্পন্ন কর্মীগণ কৃষ্ণ ভক্ত হইতে পারেন না। "কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে। তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।।" (----পদ্যাবলী), "জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।" (----ভাঃ ১।৮।২৬), "নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ। তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে।।" (—ভাঃ ১০।৬০।১৪), "জন্মকর্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্যধনাদিভিঃ। যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ।।" (----ভাঃ ৮।২২।২৬)।।৯৯।।

বিষ্ণু-সেবায় প্রীতিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে কিছু ভক্তির ত্রুটী হয় না। সকল শাস্ত্রই বৈষ্ণবকে জাতি-কুল-ক্রিয়া-ধনমদে মত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' জানেন। জীবের নিত্য-প্রয়োজনীয়-বস্তু----কৃষ্ণপ্রেমা। সেই প্রেমে অধিকার হইলে জাগতিক বিচারের নীচতা, স্বল্পতা ও বিপর্যয় অন্তরায় হয় না। "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নুদর্শনাৎ।। অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।" (----ভাঃ ৩।৩৩।৬-৭), "নহি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ। যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।।" (—ভাঃ ৬।১৬।৪৪), "মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ। নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়।।" (---ভাঃ ৭।৯।৯), "ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।।" (—হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯১), "পুক্কশঃ শ্বপচো বাপি যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। তেঽপি বন্দ্যা মহাভাগা হরিপাদৈকসেবকাঃ।।" (---পদ্মপুরাণ-সর্গখণ্ড আঃ ২৪শ অঃ), "বিষ্ণোরয়ং যতোহ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে। সর্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ

হরিদাসস্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।।১০৯।।

হরিদাস-দর্শনের ফল—

স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব-জীবের অনাদি কর্মপাশ।।১১০।।

দৈত্যকুলজাত প্রহ্লাদ ও পশুকুলজাত হনূমানের বৈষ্ণবতার ন্যায় হরিদাসের বৈষ্ণবতাও সর্বসিদ্ধ—

প্রহ্লাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হনূমান্।
এই মত হরিদাস 'নীচজাতি' নাম।।১১১।।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যশ্রবণে হরিদাস, মুরারি ও শ্রীধরের আনন্দাশ্রু—

হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বুল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর।।১১২।।

নিত্যানন্দ-কর্তৃক মহাপ্রভুর শিরে ছত্রধারণ—

বসি' আছে মহাজ্যোতিঃ খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতিঃ নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে।।১১৩।।
অদ্বৈতের ভিতে চাহি' হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তাঁর কহে প্রকাশিয়া।।১১৪।।

উচ্যতে।।" (---পাদ্মোত্তর-খণ্ডে ৩৯শ অঃ), "অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম বৃদ্ধানু-বৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ। দৌস্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ। কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য। যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্গুণত্বাদ্যমনন্তমাহুঃ।।" (---ভাঃ ১।১৮।১৮-১৯), "আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্।।" (---পদ্মপুরাণ), "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ।।" (---কাশীখণ্ড), "শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ।।" (---নারদীয়-পুরাণ), "ভক্ত্যাঽহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।" (---ভাঃ ১১।১৪।২১), "কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।।" (---ভাঃ ২।৪।১৮), "নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুলবিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।। যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।।" (---চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬-৬৭), "সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতাঃ যে ভক্তা মধুসূদনে। ম্লেচ্ছতুল্যা কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দনে।।" (---দ্বারকামাহাত্ম্যে)।।১০০।।

অহিন্দুর কুলে হরিদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বলোক-পিতামহ বিরিঞ্চি যে দর্শনে বঞ্চিত, সেই অপূর্ব সুদুর্লভ ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।।১০১।।

আপাত-দর্শনে বৈষ্ণবকে জাতি কুল-মর্যাদা রহিত, নির্ধন প্রভৃতি বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে অতিশয় পাপাসক্তি বৃদ্ধি হয়। তাহার ফলে আত্মা কলুষিত হইয়া নীচ যোনিতে জন্মলাভ করে। "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।।" "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবোবর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।" "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।" (----পদ্মপুরাণ)।।১০২।।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১৭-১৮, ১।৫।২৮, ২।২।৩৭, ২।৮।৪, ৩।৯।১১, ১০।৩৩।৩৯, ১২।৩।১২ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।।১০৪।।

সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা এবং সর্বসংহারক শিব হরিদাসের সঙ্গলাভ করিতে সর্বদাই কৌতুহল প্রকাশ করেন।।১০৮।।

পতিতপাবনী গঙ্গা হরিদাসের অবগাহন আশা করেন। সাধনের বল বর্ণনে ভক্তপদরজঃ ও ভক্ত-পদজলের শ্রেষ্ঠতা কথিত হয়। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত-শেষ,----তিন সাধনের বল।।" (----চৈঃ চঃ অ ১৬।৬০) "সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ। হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ।।" (ভাঃ ৯।৯।৬)।।১০৯।।

গ্রন্থকার সর্বশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,----বৈষ্ণবকে দর্শন করিলে দর্শনকারীর সকল সৌভাগ্যের উদয় হয়। জীব অনাদি বাসনা-বশে কর্ম-রজ্জু-গ্রন্থিতে আবদ্ধ আছে। পরম মুক্ত হরিদাসকে দেখিলে নিজের ভোগ-পিপাসা বিদূরিত হইয়া সকল অনর্থ হইতে তাঁহারা মুক্ত হন। যাঁহাকে দেখিলে এরূপ হয়, তাঁহার স্পর্শের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক মঙ্গলের বিষয় শাস্ত্র

"শুন শুন আচার্য, তোমারে নিশাভাগে।
ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে? ১১৫।।
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার।।১১৬।।
গীতাশাস্ত্র পড়াও, বাখান' ভক্তিমাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র।।১১৭।।
যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকের না দেহ' দোষ, ছাড় সর্বভোগ।।১১৮।।
দুঃখ পাই' শুতি থাক করি' উপবাস।
তবে আমি তোমা স্থানে হই পরকাশ।।১১৯।।
তোমারি উপাসে মুঞি মানো উপবাস।
তুমি মোরে যেই দেহ', সেই মোর গ্রাস।।১২০।।
তিলার্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আসি' তোমার সহিত কথা কহি।।১২১।।
'উঠ উঠ আচার্য, শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ, এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান।।১২২।।
উঠিয়া ভোজন কর, না কর উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ।।১২৩।।
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি, তুমি যেন মানহ স্বপন'।।"১২৪।।
এই মত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
স্বপনের কথা প্রভু প্রত্যক্ষ কহয়।।১২৫।।
যত রাত্রি স্বপ্ন হয়, যে দিনে, যেক্ষণে।
যত শ্লোক,—সব প্রভু কহিলা আপনে।।১২৬।।
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা।
ভক্তি-শক্তি কি বলিব?—এই তার সীমা।।১২৭।।

মহাপ্রভু-কর্তৃক 'সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ'-শ্লোকের পাঠ সংশোধন—

প্রভু বলে,—" সর্ব পাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে।।১২৮।।
সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে।
'সর্বতঃপাণিপাদন্তৎ'—এই পাঠ নড়ে।।১২৯।।

তারস্বরে গান করেন। "গঙ্গার পরশ হইলে পশচাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।।" (----নরোত্তম ঠাকুর), "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্।।" (----ভাঃ ১।১।১৪), "যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ। সান্নিধ্যাৎ তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি। সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ।।" (----ভাঃ ১।১৯।৩৩-৩৪), "ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।।" (----ভাঃ ১০।৪৮।৩০)।।১১০।।

হিরণ্যকশিপু-দৈত্যের পুত্র প্রহ্লাদ, তাঁহার দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা নাই। হনুমান পশুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে সভ্য মানব বলা হয় না। প্রহ্লাদ ও হনুমানের বিচারে তাঁহাদিগকে 'শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব' জ্ঞান করা যেরূপ পরম প্রয়োজনীয় বিষয়, অহিন্দু নিম্নকুলে জাত ঠাকুর হরিদাসেরও সেইরূপ মহাভাগবতত্ব সর্বতোভাবে সিদ্ধ।।১১১।।

হরিদাস, মুরারি ও শ্রীধর এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।।১১২।।

ভিতে,----ভিত্তিতে, দিকে,----তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া।।১১৪।।

পরবর্তী ১২৩ ও ১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।১১৫।।

গীতা-পাঠকালে যে শ্লোকের অর্থে ভক্তিযোগের সন্ধান না থাকে, সেই শ্লোকের দোষ না দিয়া নিজ আধ্যক্ষিকজ্ঞান-জন্য সকল ভোগ পরিত্যাগ করিয়া থাক।।১১৮।।

ভগবদ্ভক্ত উপবাস করিলে ভগবানের ভোজন হয় না। অভক্তের নিকট হইতে ভগবান্ কোনদিন কোন সেবালাভ করেন না। ভক্তের দ্রব্যই ভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন।।১২০।।

গীতার যে যে শ্লোকে সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ হইয়া ভক্তিযোগের অনুকূল অর্থগ্রহণে বাধা হয়, নিদ্রাকালে অদ্বৈত-প্রভু মহাপ্রভুর নিকট হইতে তাহার বিচার শুনিতে পান।।১২৫।।

আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
সর্বত্র পাণিপাদন্তৎ'—এই সত্য পাঠ।।১৩০।।

তথাহি (গীতা ১৩।১৩)—

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৩১।।

অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে।
তোমা বই পাত্র কেবা আছে কহিবারে।।"১৩২।।
চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব ব্যাখ্যা আচার্যের ঠাঞি।।১৩৩।।

মহানন্দে বিহ্বল অদ্বৈতের সক্রন্দন প্রত্যুত্তর; মহাপ্রভুর 'অদ্বৈত-নাথ' নামই অদ্বৈতের মহত্ত্ব—

শুনিয়া আচার্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা।।১৩৪।।
অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে মোর নাথ তুঞি।।"১৩৫।।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য গোসাঞি।
প্রভুর প্রকাশ দেখি' বাহ্য কিছু নাঞি।।১৩৬।।

শ্রীগৌরসুন্দরকৃত ব্যাখ্যায় অবিশ্বাসকারীর অধোগতি—

এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার, জানিহ নিশ্চিত।।১৩৭।।

অদ্বৈতাচার্যের দুর্জ্ঞেয় বচন মহাভাগবতগণেরই বোধগম্য, তাহা স্থলবিশেষে সৌভাগ্যোদয়কারী এবং ভাগ্যবিপর্যয়কারী; তদ্বিষয়ে ভাগবত-প্রমাণ—

মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যা'রে করাইল শিক্ষা।।১৩৮।।

যে যে শ্লোকে অদ্বৈত-প্রভুর সংশয় উপস্থিত হইয়া ছিল, সেই সকল শ্লোকের কথা মহাপ্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।।১২৬।।

অন্বয়ঃ— (অথ পরমাত্মবস্তূপদিশতি) সর্বতঃ পাণিপাদং (সর্বতঃ সর্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ) সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং (সর্বতঃ অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ যুক্তং) তৎ (পরমাত্মবস্তু) লোকে সর্বং আবৃত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি (সর্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ রূপাদিভিঃ সর্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ।।১৩১।।

অনুবাদ—যাঁহার হস্ত, পদ, নেত্র, মস্তক, মুখ এবং কর্ণসমূহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই পরমাত্মবস্তু নিখিল চরাচরে সর্ব-বস্তু আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন।।১৩১।।

তথ্য। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১৬ শ্লোক আলোচ্য।।১৩১।।

নির্বিশেষবাদী "সর্বতঃ" পাঠ রক্ষা করিয়া উঁহা 'সর্বত্র' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সবিশেষবাদী ভগবত্তার স্বরূপ স্বীকার করেন। নির্বিশেষবাদী জগন্মিথ্যাত্ববাদের পক্ষ গ্রহণ করায় ভগবৎস্বরূপের পাণি-পাদ-কর্ণ-চক্ষু-শিরঃ ও বদনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অচিন্ত্যভেদাভেদ- বিচারে বহির্দর্শনে যে প্রকার ভোগ্য রূপসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত সেবনোপযোগী নিত্যভাবে সেব্যেন্দ্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত সর্বত্র ভগবানের পুরুষোত্তমতা ও হৃষীকেশত্ব দর্শন করেন। তাঁহারা বহির্জগতের ভোগ্যভাব-সমূহ দর্শনের পরিবর্তে পুরুষোত্তমের ভোক্তৃত্বের কারণসমূহ দেখিয়া থাকেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎস্বরূপের স্থূল শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রাপঞ্চিক-দর্শনের স্বীকারবিরোধী, অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম সূক্ষ্ম দর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা ভগবদ্ভক্তের নিকট সর্বত্রই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সহ নিত্যরূপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। সেবা-বিমুখতা জন্য যে প্রাপঞ্চিক ভোগ-দর্শন, উহা নশ্বর জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধজীবাত্মার দর্শনে উহাতে অনর্থের প্রতীতি নাই। জীবের অর্থই সেব্যে আশ্রিত। সুতরাং ভোগবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া কর্মফলবাধ্য জীব যেরূপ জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সর্বত্র সেইরূপ ভোগময় দর্শন করিতে হইবে না,—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কর্মবাদী তাহার অনর্থ থাকা কালে নশ্বর বস্তুকে 'ভোগ্য' জ্ঞান করেন এবং বিরাট্ রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। আবার নির্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রাপঞ্চিক রূপের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বহির্জগতে চিদানন্দ দর্শন-রহিত হওয়ায়, শুদ্ধজীবে আনন্দরাহিত্য স্বীকার করায় এবং জড় জগতে

বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্যের দুর্জ্ঞেয় বচন।।১৩৯।।
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার?
জানিহ, ঈশ্বরসঙ্গে ভেদ নাহি যা'র।।১৪০।।
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে।।১৪১।।

তথাহি (ভাগবত ১০।২০।৩৬)—

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা।।১৪২।।
এই মত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি' ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি।।১৪৩।।

অদ্বৈতের চৈতন্যানুগত্যে বৈষ্ণবসমাজই প্রমাণ—

চৈতন্যচরণসেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণবসমাজ।।১৪৪।।

'স্বতন্ত্র ঈশ্বর'-বুদ্ধিতে অদ্বৈতসেবার অপ্রিয়ঙ্করত্ব—

সর্ব-ভাগবতের বচন অনাদরি'।
অদ্বৈতের সেবা করে' নহে প্রিয়ঙ্করী।।১৪৫।।

প্রকৃত অদ্বৈত-ভক্তের লক্ষণ—

চৈতন্যেতে 'মহামহেশ্বর'-বুদ্ধি যা'র।
সেই সে—অদ্বৈত-ভক্ত, অদ্বৈত তাহার।।১৪৬।।

অদ্বৈত-প্রভুকে 'বিষ্ণু' জ্ঞানপূর্বক গৌরসুন্দরকে তদাশ্রিতা 'শ্রীরাধা'-জ্ঞানকারীর 'অদ্বৈতভক্তি'—দশাননের শিবভক্তিবৎ অমঙ্গলজনক—

'সর্ব প্রভু গৌরচন্দ্র',—ইহা যে না লয়।
অক্ষয়-অদ্বৈতসেবা ব্যর্থ তা'র হয়।।১৪৭।।

রঘুনাথ-বিদ্বেষ-হেতু দশাননের দুর্গতি—

শিরশ্ছেদি' ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ—শিবের কারণ।।১৪৮।।

সচ্চিদানন্দানুভূতির সম্বন্ধনির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ করায় অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভগবৎশক্তিমত্তায় সর্বত্র সচ্চিদানন্দানুভূতি বর্তমান বলিবার জন্যই "সর্বত্র পাণিপাদন্তৎ" শ্লোকের অবতারণা।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত ব্যাখ্যায় ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর তদ্গ্রহণে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাতে বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি বাস্তব-সত্য হইতে বঞ্চিত হয়। প্রাপঞ্চিক নশ্বর প্রতীতিরূপ অধঃপতনই তাহার লভ্য হয়।।১৩৭।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ব্যাখ্যা অচিন্ত্য-অভেদমূলক হইলেও উহাই অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক, একথা উত্তম বৈষ্ণবই বুঝিতে পারেন। অর্বাচীনগণ বিচার করেন যে, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু কেবলাদ্বৈত-মতের প্রচারক ও শ্রীগৌরসুন্দর চিন্ত্যদ্বৈতবিরোধী দ্বৈতমতের উপদেশক। অদ্বৈতের ব্যাখ্যার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বংশ্যব্রুবগণের মধ্যে ন্যূনাধিক মায়াবাদ প্রচারিত হওয়ায় সেই ভক্তি-বিরোধী বীজ অধুনাতন কালেও শুদ্ধ-ভক্তির বিরোধী ভাব পোষণ করিতেছে। তাঁহারা জানেন না যে, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুমোদিত ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অন্য কোন প্রকার আচরণ নাই।।১৩৮।।

আচার্যের বংশধরব্রুবগণ তাঁহার ব্যাখ্যার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া ভক্তির প্রতিকূল বিচারকেই ভক্তের গ্রহণীয় বলিয়া জগতে প্রচার করায় আসামদেশে এবং বঙ্গের নানাস্থানে পঞ্চোপাসনা আদর লাভ করিয়াছে। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস বলেন, যেরূপ বেদের বিভিন্ন মন্ত্র আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিবদমান এবং তাহাতে কৈবলাদ্বৈত বিচার শুদ্ধাদ্বৈত বিচার ও দ্বৈতাদ্বৈতবিচার প্রভৃতি নানা মতবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তদ্রূপ আচার্য অদ্বৈতের বাক্য এবং ব্যবহারাবলীও লোকে বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার মত অদ্বৈতের মত বলিয়া পোষণ করেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষামাত্রকেই সম্বল করিয়া আচার্যত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। পরস্পর বিবদমান প্রতীত হইলেও তাঁহার ব্যাখ্যা-সমূহ শ্রীচৈতন্যানুমোদিত ও এক-তাৎপর্যপর। শ্রীচৈতন্যের প্রকাশিত ব্যাখ্যা অচিন্ত্য-অভেদ পর হইলেও উহাই যুগপৎ ভেদপর, তজ্জন্য প্রাপঞ্চিক চিন্ত্য ব্যাপারবিশেষ নহে।।১৩৯।।

শরৎকালে একই সময়ে সকল স্থানে বৃষ্টি হয় না। যেখানে বৃষ্টি হয় ও যেখানে বৃষ্টি হয় না, সেই-সকল স্থানের নিজ নিজ ভাগ্য অপেক্ষা করে মাত্র। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাক্যগুলিও স্থানবিশেষে সৌভাগ্য-আনয়ন ও ভাগ্যবিপর্যয় উপস্থিত করিয়াছে।।১৪১।।

অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া।।১৪৯।।

ভাল মন্দ শিব কিছু ভাঙ্গিয়া না কয়।
যার বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি' লয়।।১৫০।।

অন্বয়ঃ---- জ্ঞানিনঃ (বিদ্বাংসঃ গুরবঃ) কালে (উপযুক্ত সময়ে) যথা (কস্মৈচিৎ যোগ্যায়) জ্ঞানামৃতং দদতে (তত্ত্বজ্ঞানং উপদিশন্তি) ন বা (অন্যেভ্যো ন দদতে চ, অত্রায়ং ভাবঃ----ন হ্যুপাধ্যায়াঃ কর্মবিদ্যামিব জ্ঞানিনঃ জ্ঞানামৃতং সর্বতো বিতরন্তি, পরন্তু কৃপয়া ক্বচিদেব এবং) গিরয়ঃ (পর্বতাঃ অপি) শিবং (মঙ্গলদায়কং) তোয়ঃ (জলং) ক্বচিৎ (কুত্রচিৎ) মুমুচুঃ (ক্বচিৎ) ন (মুমুচুঃ)।।১৪২।।

অনুবাদ----(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ব্রজলীলাকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ-ঋতু-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি---) জ্ঞানিগণ যেরূপ যোগ্য শিষ্যকে ভগবৎতত্ত্বোপদেশরূপ জ্ঞানামৃত দান করেন, অযোগ্য শিষ্যকে তাহা দান করেন না, তদ্রূপ পর্বতগণও কোন স্থানে মঙ্গলজনক জলরাশি মোচন করিতেছিল, আবার কোথাও বা করিতেছিল না।।১৪২।।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অমর্যাদা করেন না। তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় দীক্ষিত জানিয়া শ্রীঅদ্বৈতে বিষ্ণুবুদ্ধি করিয়া থাকেন। "এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন। দুইপ্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।।"----এই বিচার যাঁহাদের প্রবল, তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুকে মন্দভাগ্য, অনভিজ্ঞ অদ্বৈতানুগগণের সহিত সমপর্যায়ে গণিত করেন না।।১৪৪।।

শ্রীচৈতন্যদেবের সকল ভক্তের বাক্য অনাদর করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র অদ্বৈতের সেবা করিবার নামে ভক্তির অমর্যাদা করেন, তাঁহারা জগতের মঙ্গল বিধান করেন না।।১৪৫।।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সেব্য বিগ্রহ জানেন, তাঁহারাই অদ্বৈত-প্রভুর প্রকৃত ভক্ত। তাঁহাদেরই সেবা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু গ্রহণ করেন। আর যাঁহারা অদ্বৈতের উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া অদ্বৈতকে 'বিষ্ণু' জ্ঞানপূর্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী জ্ঞান করারূপ মতবাদ পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অদ্বৈতের অনুগত সেবক বলা যায় না। ৫০ বৎসর পূর্বে শান্তিপুর গ্রামে ঐ প্রকার নবোদ্ভাবিত ঘৃণিত মতবাদের প্রচার হইয়াছিল। কাল্‌নায় এই মতবাদ গ্রন্থকারে পরিণত না হইলেও তদ্দেশবাসিগণ ন্যূনাধিক ঐ মত পোষণ করিয়া নিরয়গামী হয়।।১৪৬।।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁহার সেবা-অক্ষয়। কিন্তু অদ্বৈত-সেব্য শ্রীগৌরসুন্দর সর্বসেব্য,----এই কথা স্বীকার না করিয়া অদ্বৈত-প্রভুকে মহাপ্রভুর 'সেব্য'-বিচাররূপ অপরাধ করিতে গেলে অদ্বৈত-সেবার নিরর্থকতা হইয়া পড়ে। ঘৃণিত অদ্বৈত সেবকব্রুবগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরভক্তগণ মহাপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিকতা প্রকাশ করায় তাঁহারা অদ্বৈত-সেবা-বিরোধী। "চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে। সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে।। সেই জল স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার। ফলে ফুলে বাড়ে,----শাখা হইল বিস্তার।। প্রথমে ত' আচার্যের একমত গণ। পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ।। কেহ ত' আচার্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র। স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র।। আচার্যের মত যেই, সেই মত সার। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে,সেই ত' অসার।। চৌদ্দ ভুবনের গুরু----চৈতন্য গোসাঞি। তাঁর গুরু----অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই।। মালিদত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়। সেই জলে জীয়ে শাখা, ফল- ফুল হয়।। ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ। না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দৈব কারণ।। সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিলা। কৃতঘ্ন হইলা , তাঁরে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা।। ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে। জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে।। চৈতন্যরহিত দেহ----শুষ্ক কাষ্ঠ সম। জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম। কেবল এগণ-প্রতি নহে এই দণ্ড। চৈতন্য-বিমুখ যেই, সেই ত' পাষণ্ড।। কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি। চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি।। যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত। সেই আচার্যের গণ----মহাভাগবত।। সেই সেই----আচার্যের কৃপার ভাজন। অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ।।" (----চৈঃ চঃ আঃ১২।৫, ৭-১০, ১৬ এবং ৬৬-৭৪)।।১৪৭।।

দশানন রাবণ 'শিবভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিবভক্ত হইলেও শিবের আরাধ্য রঘুনাথের সেবা করিবার পরিবর্তে তাঁহার সেবিকা সীতাকে হরণ করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন। সেই রুদ্রভক্ত দশানন যে রঘুনাথের বিদ্বেষরূপ অপকার্য করিয়াছিলেন, তৎফলে নিজ বুদ্ধিদোষে নিজের মস্তকগুলি বিনষ্ট করেন। রঘুনাথই শিবের মূল কারণ ও আরাধ্য। দশাননের দশদিগ্‌দর্শী

এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত ভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া।।১৫১।।
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
না ধরে বৈষ্ণব-বাক্য, মরে ভাল মনে।।১৫২।।
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্বসিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি।।১৫৩।।
ইহা বলিতেই আইসে ধাঞা মারিবারে।
অহো! মায়া বলবতী,—কি বলিব তারে? ১৫৪।।
ভক্তরাজ অলঙ্কার,—ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু—গৌরচন্দ্র নাহি মানে।।১৫৫।।
পূর্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীতি যার নাহি,—তার ক্ষয়।।১৫৬।।

চৈতন্য-সেবকের শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব—

যত যত শুন যার যতেক বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি।।১৫৭।।

স্ব-স্ব ভাগ্যানুসারে গৌর-নিতাই-কৃপায় ভক্তিতে আদর—

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যা'র যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে।।১৫৮।।

সকলের প্রতি নিত্যানন্দ-প্রভুর উপদেশ—

অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
"বল ভাই সব—'মোর প্রভু গৌরচন্দ্র'।।"১৫৯।।
চৈতন্য স্মরণ করি' আচার্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই।।১৬০।।

মস্তিকে উহা প্রবিষ্ট না হওয়ায় বাস্তবিক রুদ্রদেব তাহার সেবা গ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা শিবের প্রীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের মঙ্গল হয়। কিন্তু রাবণের শিবপূজায় রুদ্র সন্তুষ্ট না হইয়া রাবণের সেবা গ্রহণ করেন নাই বলিয়া রাবণের সবংশে বিনাশ ঘটিয়াছিল। সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতের বংশে অদ্বৈতসেবা-প্রবৃত্তিতে বিপর্যয় ঘটায় অদ্বৈতের অধস্তনগণ ও অধস্তনের অনুগজনগণ সকলেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিতে গিয়া বৈষ্ণব-সমাজ হইতে নিত্যকালের জন্য অতিবাড়ীগণের ন্যায় বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের নিন্দা করিয়া যে-সকল অদ্বৈতাধস্তন ও তদনুগ-ব্যক্তি অদ্বৈত প্রভুর চৈতন্য-সেবাবৃত্তি বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বিষ্ণু ভক্তিতে অবস্থিতি সম্ভবপর নহে।

কেহ কেহ বলেন, বৃকাসুর মহাদেবের নিকট 'স্বীয় হস্ত যাঁহার মস্তকে স্থাপন করিবে, তিনিই ভস্মীভূত হইবেন', এইরূপ বর লাভ করে। সেই অসুর শ্রীরুদ্রের মস্তকেই প্রথমে তাহার লব্ধ বরের পরীক্ষা করিতে গিয়া রুদ্রকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। শ্রীভগবান্-বিষ্ণুর পরামর্শ-ক্রমে যখন সেই অসুর নিজ মস্তকে স্বীয় হস্ত স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করিতে গেল, তখনই সে বিনষ্ট হইল। শিবভক্তিপরায়ণ রাবণও এইরূপ অবস্থায় পতিত হওয়ায় তিনিও শিবারাধ্য রঘুনাথের সেবা করিবার পরিবর্তে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় ভক্তির নামে ভোগের আবাহন করিয়াছিলেন। ইহাই রাবণের নিজ শিরচ্ছেদিনী শিবভক্তি। রঘুনাথের বিদ্বেষ করায় ও শিবারাধ্যা সীতাদেবীর সেবাবিমুখ হওয়ায় আরাধ্যদেব শিব দশাননের প্রতি বিমুখ হন। যে-সকল অদ্বৈতাধস্তন ও তদনুগ বৈষ্ণবব্রুব শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের বিদ্বেষ করিয়া স্বীয় ভক্তির বাহাদুরী পোষণ করেন, তাঁহাদেরও ঐরূপ দুর্দশা ঘটে।।১৪৮।।

অদ্বৈত-ভক্তব্রুবগণ শ্রীচৈতন্য নিন্দা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অদ্বৈতের প্রশংসামুখে যে অপরাধ করেন, তাহাতে তাঁহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ঐ সকল ব্যক্তির সমুচিত দণ্ডবিধান না করিলেও তাঁহাদের অমঙ্গল অনিবার্য। যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সর্বসিদ্ধি। সুতরাং তাদৃশ চৈতন্যবিমুখতা কখনই উঁহাদিগকে শোধন করিতে পারে না। দুষ্পারা বিষ্ণুমায়া ভগবৎসেবাবুদ্ধি আবরণ করিয়া জীবকে সেবাবিমুখ করিলেই তাহারা গৌরভক্তগণকে আক্রমণ করে।।১৫৪।।

শ্রীচৈতন্যদেব রূপবান্ পুরুষোত্তম। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভূষণ-সদৃশ। এই কথা না বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে শ্যামসুন্দর বোধে এবং শ্রীগৌরচন্দ্রকে অদ্বৈত-প্রভুর আশ্রিত-জ্ঞানে যে মহাপ্রভুর নিন্দা অদ্বৈতানুগ-পরিচিত জনগণে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই ভক্তিরাজ্য হইতে অপসৃত।।১৫৫।।

ইহা দেখি' চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়।।১৬১।।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধিতে অদ্বৈতের সেবায় শুদ্ধ বৈষ্ণবত্ব ও কৃষ্ণপাদপ্রাপ্তি—

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে জন্মে কৃষ্ণ পায়।।১৬২।।
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর।।১৬৩।।

অদ্বৈতকে 'শ্রীচৈতন্যাশ্রিত' জ্ঞানকারীরই অদ্বৈত-প্রীতি লাভ—

সবার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর।।১৬৪।।
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্বথা।।১৬৫।।
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট।।১৬৬।।

শ্রীবিশ্বম্ভরের সকলকে যথাপ্রার্থিত বর-প্রদানে অভিলাষ—

শ্রীভুজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"সবে মোরে দেখ, মাগ যার যেই বর।।"১৬৭।।
আনন্দিত হৈলা সবে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা, মাগে তাহার কারণে।।১৬৮।।

অদ্বৈতের জন্মৈশ্বর্যশ্রুতাদি-অভিমানরহিত ব্যক্তিগণের জন্য কৃপা-ভিক্ষা—

অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু, মোর এই বর।
মূর্খ, নীচ, পতিতেরে অনুগ্রহ কর।।"১৬৯।।

সকলেরই বিবিধভাবে ভক্ত্যনুকূল বর-প্রার্থনা—

কেহ বলে,—"মোর বাপে না দেয় আসিবারে।
তার চিত্ত ভাল হউক দেহ' এই বরে।।"১৭০।।

যিনি যে পরিমাণ শ্রীচৈতন্যের সেবাপরায়ণ তিনি তত বড়। উচ্চাবচ নিরূপণে শ্রীচৈতন্যসেবানুরাগের তারতম্যই একমাত্র নিদর্শন।।১৫৭।।

যাহার যেরূপ ভাগ্য, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহাদিগের ভক্তির পরিমাণানুসারে তদনুরূপ আদর করেন। ভক্তগণও সেই পরিমাণে গৌর-নিত্যানন্দের চরণে সেবাপর হন।।১৫৮।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যের স্মরণ করিয়া আনন্দে ক্রন্দন করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করেন না। এই সকল আলোচনা করিয়া যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবে ভক্তিবিশিষ্ট হন না, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে জীবের সৌভাগ্যোদয় হওয়া দূরে থাকুক, ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে।।১৬১।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে যিনি বৈষ্ণবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে সেবা করেন, তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে; আর যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে বিষয়জাতীয় 'কৃষ্ণ' বুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে আশ্রয়জাতীয় ভক্ত জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা কোনদিনই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা অদ্বৈত-প্রভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানিবেন, তাঁহারাই যে কোনও জন্মে কৃষ্ণসেবার অধিকার পাইবেন।।১৬২।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রকৃত দাসগণ শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বলিয়াই জানেন। তাঁহারা তাঁহার প্রিয়তম। আর যে-সকল সেবক অদ্বৈত-প্রভুকে নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া জানেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে অদ্বৈতের ভৃত্য মনে ভাবিলেও নিতান্ত অধম। প্রকৃত সত্য আবরণ করিয়া যে-সকল ব্যক্তি ভক্তির ছলনায় নিজের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন, তাঁহারা অদ্বৈতের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না।।১৬৩।।

অদ্বৈতাধস্তনব্রুবগণ ও তদনুগ-গণ চিরদিনই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর স্বরূপজ্ঞান-বিপর্যয়হেতু তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় শিক্ষিত না জানিয়া মায়াবাদাশ্রয়ে ভক্তি হইতে চ্যুত হন এবং কর্ম-জ্ঞানাদি অভক্তিকেই গীতার্থ বলিয়া প্রচার করেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকেই শ্রীচৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ-ভক্তজ্ঞানে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুগতব্রুব অধম কিঙ্করগণকে মায়াবাদ-কূপে ডুবাইয়া দিয়া এবং কৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধের কপাট বন্ধ করিয়া কর্মরাজ্যে সুখ-দুঃখ-ভোগার্থ 'স্মার্ত' করিয়াছিলেন। অদ্যাপি 'অদ্বৈত-সন্তান-

কেহ বলে শিষ্য প্রতি, কেহ পুত্র প্রতি।
কেহ ভার্যা, কেহ ভৃত্য, যার যথা রতি।।১৭১।।
কেহ বলে,—'আমার হউক গুরু-ভক্তি।'
এই মত বর মাগে, যার যেই যুক্তি।।১৭২।।

বিশ্বম্ভরের সকলকে প্রার্থিত বরদান—

ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া হাসিয়া সবাকারে দেন বর।।১৭৩।।

প্রভুর কীর্তনীয়া মুকুন্দের অন্তঃপট-বাহিরে অবস্থান—

মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে।
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে।।১৭৪।।
মুকুন্দ সবার প্রিয় পরম মহান্ত।
ভালমতে জানে সেই সবার বৃত্তান্ত।।১৭৫।।
নিরবধি কীর্তন করয়ে প্রভু শুনে।
কোন জন না বুঝে,—তথাপি দণ্ড কেনে।।১৭৬।।
ঠাকুরেহ নাহি ডাকে, আসিতে না পারে।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সবার অন্তরে।।১৭৭।।

মহাপ্রভুর চরণে মুকুন্দের জন্য শ্রীবাসের নিবেদন, তাহাতে মহাপ্রভুর অনিচ্ছা—

শ্রীবাস বলেন,—"শুন জগতের নাথ।
'মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত? ১৭৮।।
মুকুন্দ তোমার প্রিয়, মো'সবার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি' মুকুন্দের গান? ১৭৯।।
ভক্তিপরায়ণ সর্বদিগে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান।।১৮০।।
যদি অপরাধ থাকে, তার শাস্তি কর।
আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর? ১৮১।।
তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু, বল ভাল মতে।।"১৮২।।
প্রভু বলে,—"হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি মোরে কভু না সাধিবা।।১৮৩।।
'খড় লয়, জাঠি লয়', পূর্বে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা।।১৮৪।।

পরিচয়াকাঙ্ক্ষ' জনগণের কর্মবাদের প্রাচুর্য ও মায়াবাদে আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগকে ভক্তিপথের আচরণশীল জানিবার পরিবর্তে সেবা-মন্দিরের রুদ্ধ-দ্বারের বহির্দেশে অবস্থিত জানিতে হইবে।।১৬৬।।

শ্রীগৌরসুন্দর বর দিতে অভিলাষ করিলে শ্রীঅদ্বৈত প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পাণ্ডিত্যবিমুক আভিজাত্যহীন সম্পদ্রহিত ব্যক্তিগণের প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা বিতরিত হউক।।১৬৭-১৬৯।।

কোন ব্যক্তি বর-প্রার্থনায় বলিলেন,----"আমার শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক পিতা আমাকে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন। যাহাতে তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরিবর্তিত হইয়া আমার কৃষ্ণানুশীলনে বাধা না দেন, এরূপ বর দিন।।'১৭০।।

কেহ বর-প্রার্থনায় বলিলেন,----'আমার শিষ্য, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ভৃত্যগণ আপনার প্রতি সেবাতৎপর হউন।' কেহ বলিলেন,----'আমার গুরু-পাদপদ্মে সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হউক।' বিভিন্ন বর প্রার্থনা তাহাদিগের নিজ নিজ বুদ্ধি ও যুক্তির অনুমোদিত ছিল।।১৭১-১৭২।।

অন্তঃপট,----অন্তঃ (অভ্যন্তরস্থ) পট (পরদা)----ভিতরের বস্ত্র।।১৭৪।।

শ্রীবাস মকুন্দের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সম্মুখে ডাকাইবার প্রস্তাব করিলেন। তদুত্তরে প্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,----'উহাকে কৃপা করিবার জন্য আমাকে কখনই অনুরোধ করিবেন না।।"১৮৩।।

মুকুন্দ কোন সময়ে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করে এবং কোন সময় আমাকে আক্রমণ করে। তাহার বিচারে তাহার এক হস্ত আমার পাদদেশে, অপর হস্ত আমার গলদেশে অবস্থিত। যখন সুবিধা পায়, সে আমার অনুগত হয়; আবার সময়ান্তরে আমার নিন্দা করে। মুকুন্দ----সমন্বয়বাদী। যখন যেরূপ সুবিধা বুঝে, সেইরূপভাবে আপনার পরিচয় দিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে। সুতরাং উহাকে কোন বর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। সে কোন সময় অদ্বৈতের সহিত যোগবাশিষ্ঠ-নামক গ্রন্থের আদর করিয়া মায়াবাদের সমর্থন করে; আবার কোন সময় মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলন করিবার প্রয়াসে নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করে। আমি যখন "তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু" হইয়া, অপরকে মান দান পূর্বক নিজে

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে।।''১৮৫।।

শ্রীবাসের পুনর্নির্বেদনে মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর—

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
''বুঝিতে তোমার শক্তি কার অধিকার? ১৮৬।।
আমরা ত' মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয় পাদপদ্ম তার সাক্ষী।।''১৮৭।।
প্রভু বলে,—''ও বেটা যখন যথা যায়
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়।।১৮৮।।
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে।।১৮৯।।
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়।।১৯০।।
'ভক্তি হইতে বড় আছে',—যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে।।১৯১।।
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশনবাধ।।''১৯২।।

মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণে মুকুন্দের বিচার ও খেদে দেহত্যাগ-সঙ্কল্প—

মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
না পাইব দরশন—শুনিলেন ইহা।।১৯৩।।
''গুরু-উপরোধে পূর্বে না মানিলুঁ ভক্তি।
সব জানে মহাপ্রভু—চৈতন্যের শক্তি।।''১৯৪।।
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত।
''এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুকত।।১৯৫।।
অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি।
দেখিব কতেক কালে—ইহা নাহি জানি।।''১৯৬।।

মুকুন্দের শ্রীবাস দ্বারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা ও অনুতাপ—

মুকুন্দ বলেন,—''শুন ঠাকুর শ্রীবাস।
'কভু কি দেখিমু মুঞি' বল প্রভুপাশ?''১৯৭।।
কান্দয়ে মুকুন্দ হই' অঝোর নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে।।১৯৮।।

দীর্ঘকাল পরেও মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্তির আশায় মুকুন্দের আনন্দ-প্রকাশ—

প্রভু বলে,—''আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়।।''১৯৯।।
শুনিল নিশ্চয় প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দসুখে।।২০০।।
'পাইব, পাইব' বলি' করে মহানৃত্য।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য।।২০১।।
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
'দেখিবেন' হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।।২০২।।

সম্মানপ্রার্থী না হইয়া সর্বদা হরিভজন করিতে উপদেশ প্রদান করি, তখন 'অদ্বৈতের দাস' পরিচয়ে মুকুন্দ 'ব্রহ্ম' হইবার বাসনায় সহিষ্ণুতা-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তের অপব্যাখ্যাপর যোগবাশিষ্ঠ সমর্থন করে, আবার বৈষ্ণবগণের নিকট বসিবার আশায় শ্রীমদ্ভাগবতের দৈন্যে ভূষিত হইবার চেষ্টা দেখাইয়া আপনাকে 'ভক্ত' বলিয়া পরিচয় দেয়।।১৮৫।।

মুকুন্দ যখন মায়াবাদি-গণের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে, তখন ভক্তির নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়া ভক্তদিগকে তর্কযুদ্ধে আক্রমণ করে।

সাম্ভায়-----প্রবেশ করে। অন্য সম্প্রদায়----মায়াবাদসম্প্রদায়।।১৯০।।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি যাবতীয় অভিধেয় ভক্তির সহিত সমান অথবা ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ সাধন----ইহা যাহারা বলে, তাহারাই আমাকে প্রহার করে।

জাঠি----যষ্ঠি বা লাঠি। পাঞ্জাবে 'জাঠ' নামক একটী লগুড়ধারী সম্প্রদায় আছে। পরবর্তি-কালে তাহাদের মধ্যে অনেকেই নানকের প্রবর্তিত শিখ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে।।১৯১।।

যাহারা কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি অবলম্বন করে, ঐ সকল ব্যক্তি ভক্তির স্বরূপ-বোধে অসমর্থ হইয়া ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ করে। সেই-সকল অপরাধী জনকে ভগবদ্ভক্তগণ সঙ্গ প্রদান করেন না। সুতরাং আমিও কর্মী বা মায়াবাদীকে কোন প্রকারে সম্মুখে দেখিতে পারিব না।।১৯২।।

ভক্তবশ ভগবানের ভক্তসেবাবশে নিজ সঙ্কল্প-পরিবর্তন—

মুকুন্দে দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল,—'মুকুন্দেরে আনহ সত্বর।।'২০৩।।
সকল বৈষ্ণব ডাকে 'আইসহ মুকুন্দ'।
না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ।।২০৪।।
প্রভু বলে,—"মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ।
আইস, আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ।।"২০৫।।
প্রভুর আজ্ঞায় সবে আনিল ধরিয়া।
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া।।২০৬।।
প্রভু বলে,—"উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার।।২০৭।।
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয়।।২০৮।।
'কোটি জন্মে পাইবা' হেন বলিলাম আমি।
তিলার্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি।।২০৯।।
অব্যর্থ আমার বাক্য—তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা' সর্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা।।২১০।।
আমার গায়ন তুমি, থাক আমা সঙ্গে।
পরিহাসপাত্র-সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে।।২১১।।
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর।
সে-সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দৃঢ়।।২১২।।
ভক্তিময় তোমার শরীব—মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস।।"২১৩।।

ভক্তিপ্রাধান্য অস্বীকার-হেতু মুকুন্দের ক্রন্দন ও আত্মধিক্কার, দৃষ্টান্তমুখে ভক্তিহীনতার নিন্দা এবং ভক্তিযোগ প্রশংসা—

প্রভুর আশ্বাস শুনি' কান্দয়ে মুকুন্দ।
ধিক্কার করিয়া আপনারে বলে মন্দ।।২১৪।।

ইহার পূর্বে আমি সাম্প্রদায়িক শিক্ষাক্রমে ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি নাই----একথা মহাপ্রভু অবগত আছেন। কৃষ্ণভক্তি----শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি, সুতরাং আমি অপরাধী। শুদ্ধ জীবের নিত্যা বৃত্তিকেই 'ভক্তি' বলে। জীবমাত্রেই ভক্তি-বৃত্তিতে অবস্থিত। সেই ভক্তি ছাড়িয়া ইতর প্রবৃত্তি অপরাধ আহরণ করে।।১৯৪।।

মুকুন্দ মহাপ্রবুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দর্শন দিবেন না। তজ্জন্য শ্রীবাসকে সম্বোধান করিয়া মুকুন্দ বলিলেন,----'আমি কতদিন পরে মহাপ্রভুর সম্মুখে যাইবার অধিকার পাইব?"----এইরূপ বলিতে বলিতে মুকুন্দ দুঃখভরে প্রচুর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।।১৯৭-১৯৮।।

প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,----"কোটি জন্ম পরে মুকুন্দের দর্শন-সৌভাগ্য হইবে।।"১৯৯।।

প্রভুর মুখে 'কোটী' জন্মের পরে ভক্তি লভ্য হইবে এবং তাঁহার দর্শন-লাভ ঘটিবে জানিয়া মুকুন্দ আনন্দিত হইলেন। যেহেতু ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে মায়াবাদিগণের নিত্য বিনাশ সংঘটিত হয় বলিয়া কোনদিনই তাহারা ভক্তির অধিকারী হইবে না----এই ব্যবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দের পরমসুখ। জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের ফল-প্রাপ্তিকালে চিরতরে বিলুপ্ত হয়। "সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ" এবং----মহাপ্রসাদের অসম্মানে "ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ততে পুনঃ।।" আরও----"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্"----প্রভৃতি শ্লোকের বিচার মুকুন্দের চিন্তাস্রোতের মধ্যে আগত হওয়ায় যে নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে 'কোটিজন্মে ভক্তিলাভ হইবে'----এই আশ্বাসবাণীতে উদ্ধার লাভ করিয়া মুকুন্দের পরানন্দ সুখের উদয় হইল। তিনি শ্রীচৈতন্যের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বলিত-চিত্তে প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দর্শন-প্রাপ্তি ঘটিবে, ইহাই মকুন্দের উল্লাসের কারণ।।২০০-২০১।।

ভগবান্----প্রেম-বাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায় পরিবর্তন করিতেও সর্বদাই যোগ্য। মহাপ্রভু বলিলেন----মুকুন্দ, আমার অসামান্যা শক্তি তোমার প্রীতি-সেবায় পরাজয় লাভ করিল। তুমি ভগবানের নিত্যদাস বিস্মৃত হইয়া তাৎকালিক দুঃসঙ্গ-বশে তোমার নিত্যা বৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছিলে, সেই জন্যই তোমার

''ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে? ২১৫।।
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ।।২১৬।।
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্যোধন।
না পাইল সুখ, ভক্তি-শূন্যের কারণ।।২১৭।।
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেমসুখে?১১৮।।

সঙ্গ-দোষ ঘটিয়াছিল ভগবানের নিত্য-ভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে অভক্তিপথে অনিত্য রুচি পরিবর্তিত হইয়া নিত্য-রুচির উদয় হইয়াছে। সুতরাং ভগবদ্বিমুখতা তোমার আর থাকিতে পারে না। তুমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবে---এই বর আমি দিয়াছিলাম। কিন্তু ব্যবধান-বিচারে অপরাধানুসারে তোমার ভক্তির পুনঃ প্রাপ্তির কাল কোটিজন্ম অবধারিত করিয়াছিলাম। তুমি উৎকট সেবাপ্রবৃত্তি-ক্রমে আমার নির্দিষ্টকাল নিমেষ-মাত্রেই অতিক্রম করিতে শক্তি লাভ করিলে। তোমার শক্তির দ্বারা আমার শক্তি বিজিত হইল।।২০৮।।

তোমার ভক্তির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক বলিয়া তুমি আমার বাক্যাদেশ শিরে ধারণ করিলে এবং বিশ্বাস করিলে যে, তোমার ভক্তিবৃত্তি পুনরায় উজ্জীবিত হইবে। কিন্তু কোটিজন্ম অপেক্ষান্তে সেই ভক্তি লাভ হইবে, ইহাই দৃঢ় ধারণা করিলে; যেহেতু তুমি আমাকে নিত্যকাল হৃদয়ে বসাইয়া আবদ্ধ করিয়াছ এবং আমার বাক্যে সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছ। সুতরাং আমি কখনই তোমার প্রতি প্রকৃত প্রস্তাবে বিরূপ হইতে পারি না।।২১০।।

তুমি সর্বদা ভগবৎকীর্তন করিয়া থাক। সেজন্য আমার সঙ্গে তোমার নিত্য বাস আছে। তবে যে আমি কোটি জন্ম পরে তোমাকে দর্শন দিব বলিয়াছি, উহা রহস্য মাত্র জানিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেজন্য তোমার সহিত পরিহাস করা আমার স্বভাবের অন্তর্গত।।২১১।।

নিত্য ভক্ত, পৌঢ় ভক্ত কখনই অপরাধ করেন না। যদি সেইরূপ অপরাধের সদৃশ কোনও কথা প্রকাশ পায়, তাহা হইলেও ঐ অপরাধজনিত কোন দণ্ডই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। তোমার ন্যায় ভক্তের কোটি কোটি অপরাধ হইলেও তোমার দৃঢ়তা ও প্রিয়ত্ব বিচারে সেইগুলি বর্তমান থাকিতে পারে না।।২১২।।

ভগবদ্ভক্তের শরীরে যে-সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্তমান, সেইসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃষ্ণসেবার জন্য নিরন্তর উন্মুখ। শ্রীগৌরসুন্দর ---সাক্ষাৎ নামময়। সুতরাং তিনি মুকুন্দের জিহ্বায় সর্বক্ষণ বাস করেন। কৃষ্ণদাসের নিত্য উপলব্ধিতে অনুক্ষণ সেবা-বৃত্তি বর্তমান। সুতরাং ভগবান্‌কে বাধ্য হইয়া ভক্তের জিহ্বায় নিরন্তর বসতি স্থাপন করিতে হয়।।২১৩।।

মুকুন্দ বলিলেন,----'আমি সেবারহিত, মন্দভাগ্য ব্যক্তি, এজন্য কায়মনোবাক্যে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করি নাই। ভক্তি--- সুখময় বস্তু। ভক্তিহীন আমি,---তোমাকে দেখিলেই কি সুখ পাইব?'২১৫।।

দুর্যোধনের বিরাট্‌রূপ দর্শন---কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভের পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহাদিতে ইচ্ছুক না হইয়া কৌরবপতি দুর্যোধনের নিকট দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করেন এবং অর্ধরাজ্য প্রদানপূর্বক দুর্যোধনকে সন্ধি সংস্থাপন করিতে বলেন। দুর্যোধন তাহাতে সম্মত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার ষড়যন্ত্র করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধনকে বলিলেন,---''দুর্যোধন, তুমি আমাকে 'একাকী' মনে করিয়া বন্ধনার্থ যে অভিলাষ করিয়াছ, তোমার তাদৃশ ধারণা মূঢ়তাজনক। এই দেখ, তোমার নিকটেই পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণিগণ, আদিত্য, রুদ্র, বসু, ঋষ্যাদি সকলেই বর্তমান।'' এই বলিয়া উচ্চ হাস্য করিলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় রূপবান্ অগ্নিসদৃশ তেজস্বী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত দেবগণ পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গে বিশ্বরূপ প্রকাশ দ্বারা দুর্যোধনকে সন্ত্রস্ত, ভীত ও কম্পিত করিয়া সভা ত্যাগ করেন। (---মহাঃ ভাঃ উদ্যোগ পর্ব ১২৯-১৩০ অঃ)।।২১৬।।

প্রাকৃত-বিচারপর ব্যক্তিগণ সকল প্রাকৃত জগৎকে ভগবানের নশ্বর বিরাট্‌রূপে দর্শন করেন। প্রাকৃত-জ্ঞানে বলীয়ান্ দুর্যোধন সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও ভগবৎস্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় সবংশে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যেহেতু দুর্যোধন পুণ্য-প্রভাবে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিরচিত জগতে ঈশ্বর দর্শন করিয়াও ঈশ্বরে প্রাকৃত বুদ্ধিবশতঃ ভগবৎস্বরূপ-দর্শনাভাবে ভগবানে

যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণীহরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড়বাহনে।।২১৯।।
অভিষেকে হৈল রাজরাজেশ্বর-নাম।
দেখিল নরেন্দ্র সব জ্যোতির্ময়-ধাম।।২২০।।
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভ-নগরে তাহা করিলা প্রকাশ।।২২১।।
তাহা দেখি' মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ,—ভক্তিশূন্যের কারণ।।২২২।।
সর্বযজ্ঞময় রূপ-কারণ শূকর।
আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর।।২২৩।।
অনন্ত পৃথিবী লাগি' আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে।।২২৪।।
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ।।২২৫।।
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই।
মহাগোপ্য, হৃদয়ে শ্রীকমলার ঠাঞি।।২২৬।।
অপূর্ব নৃসিংহরূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি' মরে ভক্তিশূন্যের কারণে।।২২৭।।
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত,—মুখ খসি' না পড়িল।।২২৮।।
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার?২২৯।।
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তারা সব।
সেইখানে মরে কংস দেখি' অনুভব।।২৩০।।

সেবোন্মুখ হইতে পারে নাই; সেইজন্য ভক্তিসুখ-লাভ দুর্যোধনের ভাগ্যে সম্ভবপর হয় নাই। পরন্তু ভগবদ্‌বিরোধ করায় সেবাবিমুখের দণ্ডস্বরূপ বংশের সকলের সহিত তাহার বিনাশ ঘটিয়াছিল।।২১৭।।

শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-হরণ----লক্ষ্মীর অংশ-সম্ভূতা রুক্মিণীদেবী বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকের দুহিতৃরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির বিষয় শ্রবণপূর্বক মনে মনে তৎপ্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। রাজা ভীষ্মক শ্রীকৃষ্ণকে যোগ্য-পাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে রুক্মিণীসম্প্রদানের সঙ্কল্প করিলে রুক্মিণীর ভ্রাতা কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী তাহা নিষেধপূর্বক শিশুপালকে বর-রূপে নির্ণয় করিয়াছিল। রুক্মিণী তাহা শ্রবণ-পূর্বক সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ অনুরাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের হস্তে এক পত্র শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে প্রেরণ করিলেন। আর শিশুপাল আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার পূর্বেই যেন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন এবং গ্রহণের উপায়ও নির্দেশ করিয়া দিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সহিত রথারোহণে বিবাহের পূর্বদিনে বিদর্ভরাজ্যে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ রুক্মিণী-সমীপে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ও আগমনবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বিবাহের পূর্বদিবসে কুলপ্রথামত রুক্মিণী অম্বিকামন্দিরে গমন করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজরথে উঠাইয়া লইলেন এবং শিশুপালের হিতাকাঙ্ক্ষী রাজগণকে পরাজিত করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন (----ভাঃ ১০।৫৩-৫৪ অঃ)।।২১৮-২২২।।

প্রলয়াবসানে সৃষ্টি করিবার বাসনায় ব্রহ্মা জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে তদীয় নাসারন্ধ্র হইতে একটী সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইয়া ক্ষণ-মধ্যে প্রকাণ্ড হস্তীর আকার ধারণ করিলেন। তিনি পশুর ন্যায় ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে করিতে সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করিয়া রসাতল হইতে উত্তোলন করিলেন। তৎকালে হিরণ্যাক্ষ গদাহস্তে ভগবানের তৎকার্যে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে ভগবান্ বরাহদেব অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষের বিনাশ সাধন করেন। (----ভাঃ ৩।১৩ অধ্যায়) ।।২২৩-২২৫।।

হিরণাক্ষ নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুভক্ত-পুত্র প্রহ্লাদের বিদ্বেষ করিতে থাকিলে ভগবান্ নৃসিংহদেব অবতীর্ণ হইয়া উহার প্রাণ বিনাশ করেন। (ভাঃ ৭।১-৮ অঃ আলোচ্য)।।২২৬-২২৭।।

পুরনারীর কৃষ্ণদর্শন----শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর-কর্তৃক মথুরায় নীত হইয়া গোপবৃন্দ-সমভিব্যাহারে যখন মথুরাপুরীর বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন, তখন পুরস্ত্রীগণ স্ব-স্ব-হস্তস্থিত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসন্দর্শনার্থ কেহ প্রাসাদোপরি, কেহ বা বহির্দ্বারে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পূর্বেই কৃষ্ণের বিষয় অবগত ছিলেন; অধুনা তদ্দর্শনপূর্বক মনোব্যথা দূর

হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোর,—তথাপি রহিল।।২৩১।।
যে ভক্তিপ্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই' কুতূহলী।।২৩২।।
সহস্রফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু, নাহি জানে আছে হেন।।২৩৩।।
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার।
ভক্তিযোগ প্রভাবে এ সব অধিকার।।২৩৪।।

করিলেন। প্রাসাদারূঢ়া স্ত্রীগণ হর্ষভরে কৃষ্ণের উপরে পুষ্পবৃষ্টি এবং নিরন্তর কৃষ্ণদর্শন-সৌভাগ্যলাভের জন্য গোপীগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মালাকারের কৃষ্ণদর্শন----শ্রীকৃষ্ণ কংস-সভায় প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে সুবেশযুক্ত ও অনুলিপ্ত হইবার বাসনায় সুদামা মালাকারের গৃহে গমন করেন। সুদামা পাদ্য, অর্ঘ্য ও অনুলেপন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও স্তব করিলে শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার অভিপ্রেত বর প্রদান করেন (----ভাঃ ১০।৪১ অঃ)।

কুব্জার কৃষ্ণদর্শন----সুদামার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে কুব্জাকৃতি সৈরিন্ধ্রীকে অঙ্গবিলেপনপাত্র-হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া উহার নিকট অঙ্গবিলেপন প্রার্থনা করেন। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে ঘন অনুলেপন প্রদান করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ ঐ ত্রিবক্রা সৈরিন্ধ্রীর পাদাগ্রদ্বয় চাপিয়া চিবুক ধারণ পূর্বক তাহার দেহযষ্ঠি উন্নত করিয়া তাহাকে রূপযৌবন-সম্পন্না উত্তমা প্রমদারূপে পরিণত করিলেন। তৎপরে কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে নিজ গৃহে লইবার অভিলাষ জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ কংসবধান্তে তাহার ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রার্থনা সম্পূরণ করিয়াছিলেন (----ভাঃ ১০।৪২ অঃ)

যজ্ঞপত্নীগণের কৃষ্ণদর্শন----একদিন বৃন্দাবনে গোচারণ করিতে করিতে গোপবালকগণ ক্ষুধার্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভোজ্য প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট প্রেরণ করেন। বিপ্রগণ তাঁহাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় যাজ্ঞিক-পত্নীগণের নিকট অন্ন-প্রার্থনার্থ গোপবালকগণকে প্রেরণ করিলে বিপ্রপত্নীগণ চতুর্বিধ-অন্ন-সহ শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন-পূর্বক তাঁহাকে ভোজ্য প্রদান করেন। (ভাঃ ১০।২৩)।।২৩০।।

ভক্তিযোগে গৌরীপতি----ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সতীকে শঙ্করের প্রকৃতিরূপে প্রদান করিবার ইচ্ছা করিলে শিবের উক্তি,---- "নেচ্ছামি গৃহিণীং নাথ বরং দেহি মদীপ্সিতম্। * * ত্বদ্ভক্তিবিষয়ে দাস্যে লালসা বর্ধতেঽনিশম্। তৃপ্তির্নজায়তে নামজপনে পাদসেবনে।। ত্বন্নাম পঞ্চবক্ত্রেণ গুণঞ্চ মঙ্গলালয়ম্। স্বপ্নে জাগরণে শশ্বদ্গায়ন্ গায়ন্ ভ্রমাম্যহম্।। আকল্পকোটিকোটিঞ্চ ত্বদ্রূপধ্যানতৎপরম্। ভোগেচ্ছাবিষয়ে নৈব যোগে তপসি মন্মনঃ।। ত্বৎসেবনে পূজনে চ বন্দনে নামকীর্তনে। সদোল্লসিতমেষাঞ্চ বিরতৌ বিরতিং লভেৎ।। স্মরণং কীর্তনং নাম-গুণয়োঃ শ্রবণং জপঃ। ত্বচ্চারুরূপধ্যানং ত্বৎপাদমেবাভিবন্দনম্। সমর্পণঞ্চাত্মনশ্চ নিত্যং নৈবেদ্যভোজনম্। বরং বরেশ দেহীদং নবধাভক্তিলক্ষণম্।।" (ব্রঃ বৈঃ ব্রহ্মখণ্ড ৬ষ্ঠ অঃ)। "যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিতপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।" অর্থাৎ ভগবচ্চরণ-প্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব 'শিব' (মঙ্গলময়) হইয়াছেন। (----ভাঃ ৩।২৮।২২) "অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। সর্বাত্মনা প্রপন্নাস্তামাত্মানং শ্রেষ্ঠমীশ্বরম্।। তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্। অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্।।" (----ভাঃ ১০।৬৩।৪৩-৪৪)।

ভক্তিযোগে নারদ----দেবর্ষি নারদ পুরাকালে বেদার্থবেত্তা মুনিগণের পরিচারিকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। চাতুর্মাস্য উপলক্ষে মুনিগণ একত্র অবস্থান করিতে থাকিলে তিনি অচঞ্চলচিত্তে তাঁহাদের সেবা ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। তৎফলে তাঁহার চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জিত হইয়া ভাগবতধর্মে রুচি জন্মে। পরে ঐ মুনিগণ স্থানান্তরে গমনকালে তাঁহাকে গুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান প্রদান করেন। কালবশে তাঁহার জননীর পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিলে তিনি অসঙ্গভাবে লজ্জা ত্যাগপূর্বক ভগবন্নাম কীর্তন করিতে করিতে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া এক বৃক্ষতলে শ্রীহরিকে ধ্যানযোগে দর্শন করিলেন । তৎপরে কিছুকাল সাধুসেবা ও অমানিমানদ হইয়া নাম কীর্তন করিতে করিতে দেহত্যাগান্তে শ্রীহরির পার্ষদত্ব লাভ করেন (----ভাঃ ১।৫-৬ অঃ)।।২৩৭।।

তথ্য। ভাঃ ১।৪ অঃ দ্রষ্টব্য।।২৩৭-২৪০।।

হেন ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি পাপমতি।
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি।।২৩৫।।
ভক্তিযোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইলা মুনিবর।।২৩৬।।
বেদধর্মযোগে নানা শাস্ত্র করি' ব্যাস।
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি বাসেন প্রকাশ।।২৩৭।।
মহাগোপ্য জ্ঞানে ভক্তি বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ—চিত্তের বিক্ষেপে।।২৩৮।।
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তারে।
তবে মনোদুঃখ গেল,—তারিলা সংসারে।।২৩৯।।
কীট হই' না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি।
আর তোমা' দেখিবারে আছে মোর শক্তি?"২৪০।।

মনোদুঃখে মুকুন্দের ক্রন্দন—

বাহু তুলি' কাঁদয়ে মুকুন্দ মহাদাস।
শরীর চলয়ে—হেন বহে মহাশ্বাস।।২৪১।।

মুকুন্দের মহিমা—

সহজে একান্ত ভক্ত,—কি কহিব সীমা?
চৈতন্যপ্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা।।২৪২।।

মুকুন্দের খেদ-দর্শনে মহাপ্রভুর নিজভক্তি এবং মুকুন্দের প্রশংসা ও তাঁহাকে বরদান—

মুকুন্দের খেদ দেখি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু করিলা উত্তর।।২৪৩।।
'মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি।।২৪৪।।
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমা' দেখিলেও কিছু নয়।।২৪৫।।
এই তোরে সত্য কহোঁ, বড় প্রিয় তুমি।
বেদমুখে বলিয়াছি যত কিছু আমি।।২৪৬।।
যে-যে কর্ম কৈলে হয় যে-যে-দিব্যগতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি? ২৪৭।।
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ববিধি-উপরে মোহার অধিকারে।।২৪৮।।
মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুহে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্মে কিছু নহে।।২৪৯।।
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্মদুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তা'র দরশনসুখ।।২৫০।।

মুকুন্দ----সহজ ভক্ত। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে অব্যভিচারিণী ভক্তিরই সেবক। সুতরাং তঁহার মহিমার সীমা বর্ণনে যোগ্যতা-লাভ দুর্ঘটনীয়। শ্রীমুকুন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়ভক্ত-পর্যায়ে পরিগণিত।।২৪৩।।

ভক্তিভরে যেখানে ভগবানের কীর্তন হয়, সেইখানেই 'নামকীর্তন'রূপে ভগবান্ অবতরণ করেন। ভজনানন্দী মুকুন্দ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং মুকুন্দের গানে ভগবান্ গৌরসুন্দর সর্বত্রই অবতীর্ণ হন।।২৪৫।।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,----মুকুন্দ, ভক্তি ব্যতীত আমাকে দর্শন করিতে গেলে আমার দর্শন হয় না, এসকল কথা পরম সত্য। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখ হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফূরত্যদঃ।।" সেবার উন্মুখতা না হইলে সেব্য-বস্তুর সেবা না হইয়া অসেব্যবস্তুর সেবা হইয়া যায়। "নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়।" নাম ও নামী অভিন্ন। যাহাদের সেব্য সেবক-সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব আছে, তাহারা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুবর্গ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণপ্রেমার সন্ধান পায় না। "চক্ষুর্বিনা যথা দীপং যথা দর্পণমেব চ। সমীপস্থং ন পশ্যন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্মুখাঃ।। (----পাদ্মোত্তর ৫০ অঃ) ।।২৪৬।।

নামগানরত তুমি আমার বড় প্রিয়,---একথা সর্বতোভাবে সত্য। বেদশাস্ত্রের অধিকার-ভেদে কর্মরত ফলভোগবাদীর জন্য যে-সকল কথা আছে, এবং বেদ-শিরোভাগ উপনিষদের মধ্যে মুকুক্ষু জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের উদ্দেশে যেসকল-কথা কথিত হইয়াছে, তাহা কর্মী ও জ্ঞানিগণের জন্য বিধি মাত্র; কিন্তু সকল বিধি-নিষেধ হইতে আমার আজ্ঞাই বলবতী। "দৈবাধীনং জগৎ সর্বং জন্মকর্ম শুভাশুভম্। সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।। কৃষ্ণায়ত্তঞ্চ তদ্দৈবং স দৈবাৎ পরতস্ততঃ। ভজন্তি সততং সন্তঃ পরমাত্মানমীশ্বরম্। দৈবং বর্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কর্তুং স্বলীলয়া। ন দৈববদ্ধস্তদ্ভক্তশ্চাবিনাশী চ নির্গুণঃ।।"(---ব্রহ্মবৈবর্তে)।।২৪৮-২৪৯।।

রজকেও দেখিল,—মাগিল তার ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈল—যাতে প্রেম নাঞি।।২৫১।।
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল।।২৫২।।
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তি-শূন্যের কারণ।।২৫৩।।
ভক্তি-শূন্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ।
মোর দরশনসুখ তার হয় বাদ।।২৫৪।।
ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশনশক্তি।।২৫৫।।
যতেক কহিলা তুমি, সব মোর কথা।
তোমার মুখেতে কেন আসিব অন্যথা?২৫৬।।

ভগবৎসেবা-রহিত কোনও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম-দ্বারা সোপাধিক আত্মার মঙ্গল লাভ ঘটে না----একথা আমি নিজমুখে 'সত্য' বলিয়া স্থাপন করিয়াছি অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে এই বিধি-নিষেধ ব্যক্ত হইয়াছে। "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি"----(কৈবল্যোপনিষৎ)। "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (----ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪)। বিজ্ঞানঘনানন্দঘনসচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।" (----অথর্বশিরসি এবং গোপালোত্তর তাপন্যাম্ ১।৭৯)। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" (----মুণ্ডকে ৩।১।৮)। "প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ"----(ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৬)। শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।(----ভাঃ ১০।১৪।৪)। "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্য ধর্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।" (----ভাঃ ১১।১৪।২০)। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী" (----মাঠরশ্রুতি)। "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" (গীতা ৮।২২)। নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম।। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহং এবং বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।" (----গীঃ ১১।৫৩-৫৪)। "নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতাহিম।।" (----ভাঃ ১০।৯।১৬)। "ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্ণুস্তথৈবৈনাং বশে নয়েৎ। তথৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যান্মুক্তিমেতয়া।। স্নেহানুবন্ধো যস্তস্মিন্ বহুমানপুরসরঃ। ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমীশিতুঃ।।" (----ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৪ মাধ্বভাষ্যধৃত মায়াবৈভবে) "ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।" "অতএব ভক্তি----কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।।" (----চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ অঃ)। "ন ধনেন সমৃদ্ধেন ন বৈ বিপুলয়া ধিয়া। একেন ভক্তিযোগেন সমীপে দৃশ্যতে ক্ষণাৎ।। তোয়ং বদ্ধা তু বস্ত্রেণ কৃতকার্যং কথং ভবেৎ। প্রাপ্য দেহং বিনা ভক্তিং ক্রিয়তে স বৃথাশ্রমঃ।। বাহুভ্যাং সাগরং তর্তুং যদ্বন্মূর্খোঽভিবাঞ্ছতি। সংসারসাগরং তদ্বদ্বিষ্ণুভক্তিং বিনা নরঃ।।" (পাদ্মোত্তর ৫০ অঃ)। ধর্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপস্যান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি।।(ভাঃ ১১।১৪।২২)।।২৫০।।

যাহারা মুণ্ডকোপনিষৎ-কথিত সেব্যসেবক-তত্ত্বের সন্ধান রাখে না, তাহাদিগের বিচারপদ্ধতি দেখিলে আমি হৃদয়ে বড়ই দুঃখ পাই। যাহাতে আমার অপ্রীতির উদয় হয় এবং দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা আমার প্রতি ভক্তি নহে। অভক্তজন আমাকে দর্শন করিতে না পারিয়া আমার সবিশেষ মূর্তি দেখিতে পায় না; নির্বিশেষ-বিচারপর হইয়া আমার দর্শনে চিরবঞ্চিত হয়। তাহারা নির্বুদ্ধিতা-ক্রমে প্রাপঞ্চিক বিচার অবলম্বনপূর্বক দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শনের আবশ্যকতা বুঝিতে না পারিয়া নির্ভেদ-বাদকেই চরম লক্ষ্য মনে করে। সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবা-সুখ হইতে চিরবঞ্চিত হয় মাত্র।।২৫১।।

কৃষ্ণের মথুরা-গমনকালে কংসরাজের রজক কৃষ্ণের দর্শন পায়। রজক বস্ত্র ও মাল্য সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কৃষ্ণ রজককে সংহার করিতে বাধ্য হন। ভগবদ্দর্শনে প্রেমাভাব থাকিলে এইরূপ গতিই লাভ হয়। মকুন্দের প্রচুর পরিমাণে প্রীতি থাকায় ভগবদ্দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রীতি না থাকিলে কোটিজন্ম অপেক্ষা করিবার পরে দর্শনে ভক্তিসুখলাভ ঘটিত।।২৫২।।

ভগবদ্দর্শন অল্পভাগ্যের ফলে ঘটে না। রজকের কোটি কোটি জন্ম গিয়াছিল। ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াও সেবোন্মুখ না হওয়ায় ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। "ভক্তিহীন মানবের প্রতি আমি কখনই প্রসন্ন হই না। কর্মফলবাদী সহস্র সহস্র সৎকর্ম-প্রভাবে আমার দর্শন লাভ করিলেও আমার অনুগ্রহ লাভ করে না। তজ্জন্য দর্শন লাভ করিলেও দর্শন-সুখ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়।।"২৫৩-২৫৫।।

ভক্তি বিলাইমু মুই—বলিল তোমারে।
আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে।।২৫৭।।
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব-মণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল।।২৫৮।।
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এই মত হউ তোরে সকল মহান্ত।।২৫৯।।
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার।।''২৬০।।

মুকুন্দের বরপ্রাপ্তিতে মহাজয়ধ্বনি—

মুকুন্দেরে এত যদি বর দান কৈল।
মহাজয়-জয়ধ্বনি তখনি হইল।।২৬১।।
'হরিবোল হরিবোল জয় জগন্নাথ।'
'হরি' বলি' নিবেদয় যুড়ি' দুই হাত।।২৬২।।
মুকুন্দের স্তুতি-বর শুনে যেই জন।
সেহ মুকুন্দের সনে হইব গায়ন।।২৬৩।।

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা—সুবুদ্ধিজন-বেদ্য—

এ সব চৈতন্যকথা বেদের নিগূঢ়।
সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা, না মানয়ে মূঢ়।।২৬৪।।

গৌর-মুকুন্দ-সংবাদের ফলশ্রুতি—

শুনিতে এ সব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিবে সেই চৈতন্যের মুখ।।২৬৫।।

ভক্তগণের বাঞ্ছিত বরলাভ ও স্ব-স্ব-ইষ্টানুসারে অবতারী শ্রীচৈতন্যে তত্তদবতার-দর্শন—

এই মত যত যত ভক্তের মণ্ডল।
যেই কৈল স্তুতি, বর পাইল সকল।।২৬৬।।
শ্রীবাস পণ্ডিত অতি মহা-মহোদার।
অতএব তান গৃহে এ সব বিহার।।২৬৭।।
যার' যেন-মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার।।২৬৮।।
মহা-মহা-পরকাশ ইহারে সে বলি।
এই মত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী।।২৬৯।।
এই মত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে দেখে সব চৈতন্যের দাস।।২৭০।।

বহির্দর্শনে নিরপেক্ষ, প্রাকৃতবিচার-রহিত জনেরই ভগবদ্‌বিলাস-দর্শনের অধিকার—

দেহ-মনে নির্বিশেষে যে হয়েন দাস।
সেই সে দেখিতে পায় এ সব বিলাস।।২৭১।।

ভক্তি ব্যতীত কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রহ্মচর্যাদির নিষ্ফলতা—

সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে।
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী মাঝে মাঝে।।২৭২।।
যাবৎকাল গীতা-ভাগবত সবে পড়ে।
কেহ বা পড়ায়, কারো ধর্ম নাহি নড়ে।।২৭৩।।

যিনি ভক্তিবিরোধী হইয়া অপরাধী হন, তাঁহার সেবা প্রবৃত্তি আদৌ থাকে না। যিনি সেবা-প্রবৃত্তি-বঞ্চিত, তাঁহার ভগবদ্দর্শন বৃথা হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভগবদ্দর্শনে ভক্তিসুখোদয়ের কোন সম্ভাবনা হয় না। তাহারা ভগবান্‌কে নিজের 'ভোগ্য' জ্ঞান করায় সেবা-বুদ্ধির অভাবে দর্শন-শক্তির বাস্তবফল নিত্যসুখ লাভ করিতে অসমর্থ হয়।।২৫৬।।

"মুকুন্দ, তুমি আমার বক্তব্য কথাসমূহই বলিলে। যেহেতু তুমি ঐকান্তিক ভক্ত, সুতরাং সত্যকথা ব্যতীত তোমার মুখে অন্য প্রকার কোনও উক্তি বহির্গত হইতে পারে না।।"২৫৭।।

জীব নিজ অহঙ্কার-বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ভগবানের অনুকম্পাই জীবের সেবোন্মুখতার প্রধান কারণ। মহাপ্রভু বলিলেন,----"মুকুন্দ, আমিই তোমাকে প্রেমভক্তির অধিকারী করিয়াছি। তোমার কীর্তনের দ্বারাই আমি ভক্তিপথের প্রচার করিব"।।২৫৮।।

আমার অনুগত বিষ্ণুভক্ত-সকল তোমার সেবোন্মুখ গীত শ্রবণ করিয়া তাহাদের হৃদয়ের কাঠিন্য তরল করিতে সমর্থ হয়।।২৫৯।।

তুমি যেরূপ তোমার ঐকান্তিক ভক্তির বলে আমার হইয়াছ, সেইরূপ আমার ভক্তগণেরও প্রিয় হও।।২৬০।।

কেহ কেহ পরিগ্রহ কিছু নাহি লয়।
বৃথা আকুমারধর্ম্মে শরীর শোষয়।।২৭৪।।

পার্থিব-অভিমানমত্ত জনগণের শ্রীবাসভবনের মহাপ্রকাশ দর্শনে অসামর্থ্য, পরন্তু বৈষ্ণব-দাস-দাসীর নিকট তাহার সুলভতা—

সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল।
বৃথা অভিমানী একজন না দেখিল।।২৭৫।।
শ্রীবাসের দাস-দাসী যাহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ তাহা না জানিল।।২৭৬।।
মুরারিগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল।।২৭৭।।

ধন-জন-আভিজাত্য-পাণ্ডিত্যাদির গৌরবে চৈতন্যদেবের কৃপা দুষ্প্রাপ্য; তিনি কেবল ভক্তিবশ—ইহাই বেদবাণী—

ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি।।২৭৮।।
বড় কীর্তি হৈলে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তিবশ সবে প্রভু'—চারিবেদে গাই।।২৭৯।।

তুমি আমার নিত্যসঙ্গী হইয়া সর্বদা গান কর। আমি যেখানে অবতীর্ণ হই, সেখানেই তুমি পার্ষদরূপে হরিগুণগানের আধিকারী।।২৬১।।

শ্রীগৌর-মুকুন্দ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যাঁহারা আনন্দ লাভ করেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ দেখিতে পান।।২৬৬।।

প্রাপঞ্চিক-বিচার-যুক্ত হইলে ভগবানের লীলার কথা বুঝা যায় না। কিন্তু বহির্দর্শনে নিরপেক্ষ হইয়া প্রাকৃতবিচার-রহিত জনগণ ভগবানের বিলাস-সমূহ দর্শন করিতে পারেন। 'যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।'' অর্থাৎ ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতারহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তের কুক্কুর শৃগাল ভক্ষ্য দেহে ''আমি ও আমার'' বলিয়া অভিমান থাকে না (ভাঃ ২।৭।৪২)। ''নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।'' অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত-স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং সেই ব্যক্তিই তঁহাকে লাভ করিতে পারেন। (----মুণ্ডক ৩।২।৩, কঠ ২।২৩)।।২৭২।।

নবদ্বীপ-নগরে সন্ন্যাসী, তাপস , কেবলাদ্বৈত-বেদান্তী, যোগপরায়ণ ব্যক্তি----অনেকেই গীতা ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন, এবং ঐ সকল গ্রন্থ অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপনা করেন; তথাপি তঁহাদের তপস্যা, ত্যাগ, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান, পরমাত্ম-সন্নিধ্য-লাভ প্রভৃতি নিজ নিজ প্রার্থিত ধর্ম হইতে অবসর-লাভ ঘটে না।।২৭৩-২৭৪।।

কোন কোন ব্যক্তি ভীষ্মের ন্যায় ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক নিজে শারীরিক ক্লেশে জীবনপাত করেন; কেহ বা কাহারও নিকট কোন সেবা গ্রহণ করিব না বলিয়া ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন। তথাপি ভক্তির শ্রেষ্ঠতা তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় তৎসমস্ত ক্লেশমাত্রে পর্যবসিত হয়।।২৭৫।।

শ্রীবাস-অঙ্গনে ভগবানের আবির্ভাব জন্য যে বৈকুণ্ঠের মহাপ্রকাশ হইয়াছিল, পার্থিব অভিমানভরে প্রমত্ত ব্যক্তিগণ কেহই সেই মায়াতীত বৈকুণ্ঠসুখ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।।২৭৬।।

স্বাধ্যায়-নিরত বেদোচ্চারণকারী অধ্যাপকগণ শাস্ত্রে কুশলতা লাভ করিয়াও ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু ভক্তাগ্রণী শ্রীবাসের কিঙ্কর-কিঙ্করীগণ অনায়াসেই সেই পরম দুর্লভ-বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হইল।।২৭৭।।

প্রায়শ্চিত্তাদি-নিরত জনগণ মস্তক মুণ্ডন করিয়া অথবা ব্রহ্মচারী ও যতিগণ কেশাদি বপন করিয়া যে সৌভাগ্য লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন মুরারি গুপ্তের ভৃত্যগণ ঐরূপ দৈন্য ও কার্পণ্য স্বীকার না করিয়াও সেই ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন,----সর্বাপেক্ষা অধিক ধনীই সর্বাপেক্ষা বড় বৈষ্ণব। কেহ মনে করেন, আভিজাত্য-সম্পন্ন কুলের অগ্রণী হইতে পারিলেই শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করা যায়; কেহ বা মনে করেন,---শাস্ত্রে বিপুল অধিকার লাভ করিলেই শ্রীচৈতন্যদেবকে

সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য,—একজনে না জানিল।।২৮০।।

দুষ্কৃতিযুক্ত ব্যক্তির ভাগ্য-সহ জলহীন সরোবরের তুলনা—

দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে।
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে? ২৮১।।

ভগবল্লীলা–নিত্যা, তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব-দর্শনে তাহাকে 'কাল-ক্ষোভ্য'-বিচার অকর্তব্য, কেবল ভগবৎকৃপালব্ধ ব্যক্তির স্ব-স্ব ভাগ্যানুযায়ী সর্বদা তদুপলব্ধি—

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব'—এই কহে বেদ।।২৮২।।
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি-অধিকারে।।২৮৩।।
সেই দেখে,—আর দেখিবারে শক্তি নাই।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি।।২৮৪।।

ভক্তগণের স্ব-স্ব ইষ্টমন্ত্রানুসারে চৈতন্যদেবকে তত্তন্মূর্তিতে দর্শন এবং তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর নিজ অবতারিত্ব-স্থাপন—

যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে।
সেই মত দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে।।২৮৫।।
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে।
এ সকল কথা ভাই, শুনে পাছে আরে।।২৮৬।।

ভগবানের নিত্য পার্ষদগণের দাস-দাসী-পর্যায়ে অবস্থিত জনগণের ভগবল্লীলা-কথা হৃদয়ঙ্গমের সৌভাগ্য—

''জন্ম জন্ম তোমরা পাইলে মোর সঙ্গ।
তোমা'-সবার ভৃত্যেও দেখিবে মোর রঙ্গ।।''২৮৭।।

বাধ্য করা যায়। কিন্তু এই সকল প্রাপঞ্চিক গরিমার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব কখনই বাধ্য হন না। ঐগুলি না থাকিলেও ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তপ্রেমের বাধ্য হন।।২৭৮-২৭৯।।

বহু শিষ্য, বহু বৈষ্ণব-সম্মিলনী করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে বা বহু মন্দির প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা পাইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র অপকট প্রেমভক্তির দ্বারাই শ্রীচৈতন্যদেব বাধ্য হন----এই কথা চতুর্বেদ গান করেন। ''মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজপ্রভাব-বলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ। নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযুথপায়।।'' (----ভাঃ ৭।৯।৯)।। ''ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্। বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।।'' (----চৈতন্যমঙ্গল)।।২৮০।।

পাণ্ডিত্য-গৌরবে স্ফীত পণ্ডিত-সমাজ নবদ্বীপের মহিমা একচেটিয়া করিলেও ভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব ও তৎস্বরূপের প্রকাশ বুঝিতে সমর্থ হন নাই।।২৮১।।

যাঁহারা ভাগ্যহীন এবং নিজ নিজ ভাগ্যহীনতাকেই অগাধ জলাশয় জ্ঞান করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল প্রতীয়মান জলাশয়ে জলাভাব আছে, জানিতে হইবে। যেহেতু, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকট-লীলা-দর্শনে যিনি বঞ্চিত, তিনি জলহীন মীনের ন্যায় আশ্রয়রহিত। ''প্রসারিত মহাপ্রেমপীযূষ-রসসাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ।। অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে। সুপ্রকাশিতরত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ। অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে। যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে।।''(----চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৫।৩৪-৩৬)।।২৮২।।

শ্রীগৌরসুন্দরের বিচিত্র লীলা-বিলাস কর্মফল-বাধ্য জীবের চরিতোপযোগী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামাত্র নহে। ভগবানের ক্রিয়া-সমূহ নিত্য বলিয়া লীলার প্রপঞ্চে অবতরণ এবং প্রপঞ্চ হইতে অভিযান-দর্শনে উহাকে কালক্ষোভ্য কর্মবিশেষ মনে করিবে না। ''আবির্ভাবাহতিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি'' (----গোপালোত্তরতাপনী)।।২৮৩।।

শ্রীচৈতন্যলীলা----নিত্যা। যখন যাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হয়, তিনিই তখন সেই লীলা-দর্শনে সমর্থ হন। সার্বকালিকী শ্রীচৈতন্যলীলা কালের অধীনে প্রপঞ্চে আগত হইয়াছিল, এরূপ নহে। সকল কালেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেবনাভিপ্রায় লক্ষিত হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যলীলা পুষ্টি করিতে পারেন। একথা শ্রীচৈতন্য-মঠের, সেবকগণ সর্বদাই বুঝিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-

মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রসাদী মালা ও তাম্বুল প্রদান—

আপন গলার মালা দিলা সবাকারে।
চর্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সবারে।।২৮৮।।
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈয়া।
কোটিচন্দ্র-শারদমুখের দ্রব্য পাঞা।।২৮৯।।

গ্রন্থকারের জননী নারায়ণীর শ্রীচৈতন্যের ভোজনাবশেষ প্রাপ্তি—

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।।২৯০।।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান।।২৯১।।
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্বাদ।।২৯২।।
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন।।২৯৩।।

মহাপ্রভুর নারায়ণীকে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতে আজ্ঞা এবং বালিকার তদ্রূপ করণ—

খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়,—''নারায়ণী!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি।।''২৯৪।।

বিরোধী, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার-বিরোধী, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-বিরোধী, কর্মী ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের দৃষ্টি শ্রীচৈতন্য-বিহার দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ''চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরণ্ উৎকণ্ঠার্তা নিজপ্রিয়াঃ। তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ।।'' (---লঘুভাগবতামৃত)।।২৮৪।।

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণ-কীর্তন-লীলা সর্বদাই দর্শন করেন। প্রপঞ্চে জড়ভোগমত্ত জনগণের চৈতন্যলীলা-দর্শনে কোনই শক্তি হয় না।।২৮৫।।

লীলাময় বিষ্ণুবস্তু নানামূর্তিতে নিত্যলীলা বিস্তার করিয়া মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তত্তল্লীলোচিত দর্শন-জন্য মনন ধর্ম হইতে ত্রাণাকাঙ্ক্ষী জনগণ তত্তন্মন্ত্রে ভগবানের তত্তল্লীলা দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বিভিন্ন ভক্তের নিকট বিভিন্ন সেব্যবস্তুরূপে আবির্ভূত হন। ''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্''----গীতার এই শ্লোকের প্রকাশ-কল্পে শ্রীগৌরসুন্দর বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তের নিকট লীলাময় বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-সমূহ প্রদর্শন করেন। ইহা দ্বারা এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, বিশ্বম্ভর বিষ্ণুবস্তু নহেন। বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবগণের মূর্তিদর্শনে তাঁহাকেও বিষ্ণু-মূর্তি বুঝিতে হইবে না; এরূপ নহে। বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবমূর্তিতে পূর্ণতার অভাব। ''ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।। (----ভাঃ ৩।৯।১১)। ''অপি চৈবমেকে।'' (----ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৩)। ''স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ।'' (----ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৫)। ''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'' (----গীঃ ৪।১১)। ''যদৃশো ভাবিতস্ত্বীশস্তাদৃশো জীব আভজেৎ।'' (----তন্ত্রসারে)। ''এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার। ভক্তের ইচ্ছায় প্রভুর সর্ব-অবতার।।'' (----চৈঃ চঃ আঃ ৩।১১১)। ''আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি,----এ মোর স্বভাবে।।'' (----চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৯)। ''অতএব শ্রীকৃচৈতন্য গোসাঞি। সর্ব-অবতার লীলা করি' সবারে দেখাই।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৩৩)।।২৮৬।।

মহাপ্রভু বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-লীলা আপনাতে দেখাইয়া সকলকে তাঁহার অবতারিত্ব শিক্ষা দেন। যাঁহারা যেইরূপ শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পরবর্তিজনগণ উহা শ্রবণ করিবার অধিকার পান।।২৮৭।।

ভগবান্ যখন পৃথিবীতে লীলা করেন, তখন তাঁহার সহিত পার্ষদগণ আগমন করিয়া তাঁহার সেবাধিকার লাভ করেন। তাঁহাদিগের ভৃত্য-পর্যায়ে অবস্থিত জনগণও সেই সকল লীলার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সৌভাগ্য লাভ করেন।।২৮৮।।

মহাপ্রভু বিষয়-বিগ্রহ হওয়ায় স্রক-চন্দন-তাম্বূলাদিবিলাসোপকরণ-সমূহ গ্রহণের অধিকারী। সকল বিলাসোপকরণ তাঁহার জন্যই সেবাধিকার লাভ করিয়াছে। ভক্তগণ তাঁহার স্বীকৃতস্রক-চন্দনাদি প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার ভোগোপকরণ-তাম্বূলাদি-উচ্ছিষ্ট গ্রহণকালে জীবের সেবাপ্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হয়। ভগবান্ এই তাম্বূলাদি উপভোগ করিয়াছেন,----এই বুদ্ধিতে

হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে অতি বালিকা স্বভাব।।২৯৫।।

নারায়ণীর 'চৈতন্যাবশেষপাত্রী' আখ্যা—

অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
"গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী।।"২৯৬।।

মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তগণের অবিলম্বে প্রভু-সমীপে আগমন—

যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন।।২৯৭।।

চৈতন্যলীলায় অবিশ্বাসকারীর অধঃপাত অনিবার্য—

এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত।।২৯৮।।

নিত্যানন্দাদ্বৈতের চৈতন্য-দাসত্বই প্রধান মহিমা—

অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।
ইথে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর।।২৯৯।।
চৈতন্যের প্রিয় অতি—ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা তান চারি বেদে গাই।।৩০০।।

চৈতন্যদাস্য-বর্জিত ব্যক্তি জগতের পূজ্য হইলেও ভক্তের অনাদরের পাত্র—

'চৈতন্যের ভক্ত' হেন—নাহি যার নাম।
যদি সেব্য বস্তু,—তবু তৃণের সমান।।৩০১।।

নিত্যানন্দপ্রভুর স্বরূপগত অভিমান—চৈতন্য-দাস্য এবং তৎকৃপায়ই চৈতন্যরতি লাভ—

নিত্যানন্দ কহে',—'মুঞি চৈতন্যের দাস।'
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ।।৩০২।।
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ্ নাহি কতি।।৩০৩।।

গ্রন্থকারের লালসাময়ী প্রার্থনা—

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।৩০৪।।
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ।।৩০৫।।

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-প্রীতিহেতুই চৈতন্যচরিত বর্ণন—

বলরামপ্রীতে গাই চৈতন্যচরিত।
করে বলরাম প্রভু জগতের হিত।।৩০৬।।

নিত্যানন্দের চৈতন্যদাসাভিমান এবং তাঁহারই কৃপায় গৌর-দাস্যলাভ, গৌরতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম—

চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে।।৩০৭।।
নিত্যানন্দকৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দপ্রসাদে যে ভক্তি-তত্ত্ব জানি।।৩০৮।।

ভগবদুচ্ছিষ্টগ্রহণে উল্লাস উপস্থিত হইলে জীবের ইতর ভোগবাসনায় উল্লাস বিনষ্ট হয়। বদ্ধজীব নিজ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য যদি সেবা-ছলনায় ঐ সকল বিলাসোপকরণ গ্রহণ করে, তাহাতে তাহার অমঙ্গল ঘটে।।২৯০।।

গ্রন্থকার নিজ জননীর কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জননী ভগবদবশেষ-পাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই প্রাচীন কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।।২৯৭।।

উপসন্ন----(উপ (সমীপে)----সদ্ (গমন করা) - (কর্তৃ-ক্ত) সমীপে আগত, উপস্থিত।।২৯৮।।

শ্রীচৈতন্য-দাস্যবর্জিত ব্যক্তি যতই পূজ্য বস্তু হউক না কেন, তাহাকে কখনই আদর করা যাইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যভক্ত জগতে যতই অনাদরের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হউন না কেন, তিনিই পরম আদরণীয়।।৩০২।।

নিত্যানন্দের স্বরূপগত অভিমানে চৈতন্যের দাস্য ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকাশিত হয় না।।৩০৩।।

কতি----(সং----কুত্র, ব্রজ, প্রা-বাং----কথি (দ্রঃ) কোথায়ও।।৩০৪।।

শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের অংশ-বিগ্রহ----ভগবান্ শেষশায়ী বলরাম।।৩০৬।।

সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দরায়।
সবে নিত্যানন্দস্থানে ভক্তি-পদ পায়।।৩০৯।।

নিত্যানন্দে অবজ্ঞার পরিণাম—

কোন পাকে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বলে,—'সেই জন গেলা'।।৩১০।।

নিত্যানন্দ-মহিমাত্মক বাক্যাবলী মহাদেবের অথবা সর্বজনের অগোচর—

আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব।।৩১১।।

নিরপরাধে কৃষ্ণনামকারীর চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তি সুলভ—

কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে।।৩১২।।

সকলকে মানদানই—ভাগবতধর্ম—

'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব শাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম হয়।।৩১৩।।

মধ্যখণ্ডের লীলাকথা অমৃততুল্য, পাষণ্ডিগণের বিচারে তাহা তিক্তবৎ—

মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা-নিম্ব-হেন বাসে যতেক পাষণ্ড।।৩১৪।।
কেহ যেন শর্করায় নিম্ব-স্বাদু পায়।
তার দৈব,—শর্করার স্বাদু নাহি যায়।।৩১৫।।

দুর্ভাগা ব্যক্তির অনর্থযুক্ত প্রতীতিতে চৈতন্যের পরানন্দ-প্রতিষ্ঠা-শ্রবণে অপ্রীতি—

এই মত চৈতন্যের পরানন্দযশ।
শুনিতে না পায় সুখ হই' দৈববশ।।৩১৬।।

চৈতন্যে দোষদর্শনকারী সন্ন্যাসীর দুর্গতি এবং চৈতন্য-নাম-কীর্তনকারী সম্বন্ধজ্ঞানরহিত পক্ষীর গৌরধামপ্রাপ্তি—

সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ।।৩১৭।।
পক্ষি-মাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম।
সেই সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম।।৩১৮।।

কেহ যদি ভাগ্যহীন হইয়া স্বীয় দুর্দশাক্রমে নিত্যানন্দপ্রভুকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে সর্বনাশ বরণ করিলেন।।৩১১।।

মহাযোগী আদিদেব মহাদেব বৈষ্ণব হইলেও বলরামের মহিমাত্মক চরম কথাগুলি সর্বতোভাবে জানেন না। কেহ কেহ এই কবিতার অর্থ এরূপ করেন যে, সকলে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাদেবের মহিমার শেষ জানে না। অথবা, নিত্যানন্দ প্রভুই বৈভব-তত্ত্বের মূল আকর। সুতরাং তিনিই আদিদেব। তিনি দশবিধভাবে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতেই রত নহেন বলিয়া মহাসংযত। তিনিই কারণ-বিষ্ণু, সমষ্টি ও ব্যষ্টি-বিষ্ণুর আকর বলিয়া পরমেশ্বর। তিনি কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বৈষ্ণব। সকল লোক সেই নিত্যানন্দমহিমার চরম সীমা বুঝিতে সমর্থ হয় না।।৩১২।।

শ্রীচৈতন্যদেব অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম-জীবগণের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কাহারও নিন্দা না করিয়া যিনি সর্বক্ষণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'—এই বাক্য উচ্চারণ করেন, তিনি অজিত চৈতন্যদেবকে অনায়াসে স্বীয় প্রেমবাধ্য করিতে পারেন। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু বাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌতপন্থা, জ্ঞানলাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্মে অবস্থান-পূর্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকারঅনুমোদনাদি করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম না করিলেও তাঁহাদের দ্বারাই আপনি অখিললোকে অজিত হইয়াও জিত, অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন (—ভাঃ ১০।১৪।৩)।।৩১৩।।

আত্মম্ভরিতাক্রমে নিজের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন-জন্য অপরের নিন্দা করা বিহিত নহে। নিন্দাকারী ব্যক্তি পরের অসম্মান করিতে গিয়া ভাগবত-ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন। আ-শ্বগোখরচণ্ডাল সকলকেই সম্মান দিবার বিধান শ্রীগৌরসুন্দর "অমানিনা মানদেন" শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন।।৩১৪।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক চৈতন্যজয় কীর্তন, নিত্যানন্দ-চরণে পরম রতি প্রার্থনা এবং চৈতন্যানুগ-গণকে অভিবাদন—

জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন।
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণধন।।৩১৯।।

যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার।।৩২০।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।৩২১।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মহামহাপ্রকাশ-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।।

শ্রীচৈতন্যের মধ্য-লীলার কথা----সাক্ষাৎ অমৃত। কিন্তু ভগবানের সহিত ভগবদ্দত্ত লব্ধশক্তিক দেবগণকে যাঁহারা সমজ্ঞান করেন, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি অমৃতকে নিম্বাপেক্ষা তিক্ত বিচার করেন।।৩১৫।।

কোন ব্যক্তি নিজ দুর্ভাগ্যক্রমে মিষ্ট বস্তুকে তিক্ত বলিয়া উপলব্ধি করেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে যে অনর্থযুক্ত প্রতীতির উদয় হয়, তাহাতে প্রকৃত মিষ্টদ্রব্যের স্বাদ নষ্ট হয় না। ভাগ্যহীন জনগণ চৈতন্যের পরানন্দ প্রতিষ্ঠা শুনিয়া সুখ লাভ করেন না।।৩১৬-৩১৭।।

আশ্রম-ধর্মের সর্বোচ্চ সীমায় অবস্থিত যতিও যদি শ্রীগৌরচন্দ্রের দোষ দর্শন করিয়া তাঁহার নিন্দা করে, তাহা হইলে সেই নিন্দক দৃষ্টিহীনতার জন্য জন্ম জন্ম অন্ধ হয়। পৈশুন্য ও খলতাই প্রকৃত দর্শনের ব্যাঘাত করে।।৩১৮।।

সম্বন্ধজ্ঞানরহিত পক্ষিগণও যদি 'শ্রীচৈতন্য'-শব্দ অনুকরণ করিয়া উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহারাও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া জন্মান্তরে শ্রীচৈতন্যদেবের ধাম লাভ করিতে পারে। শ্রীধাম-মায়াপুরে পশু-পক্ষী-গুল্মলতা ও অনভিজ্ঞ মানবগণও শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-শ্রবণে সৌভাগ্য লাভ করে।।৩১৯।।

হে গৌরচন্দ্র! যাঁহারা তোমার সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছেন এবং তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবমণ্ডলীর পাদপদ্মে আমার নমস্কার।।৩১২।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।